1974
1881
93

১৩৮১
১২৯৮
৮৩

প্রকাশ হওয়ার
৮৩ বছর পরে পড়লাম।

তিনটি গল্প।

ললিত সৌদামিনী, সুখ ও দুঃখ

এবং

নিধিরাম।
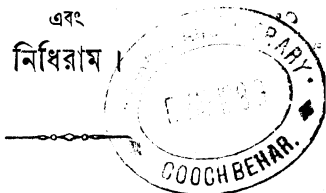
"স্বর্ণলতা" (উপন্যাস)-প্রণেতা

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫

ভূমিকা।

ললিত-সৌদামিনী "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু রচয়িতার মনোমত না হওয়াতে এত দিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে তিনি নিতান্ত উপরোধপরতন্ত্র হইয়া এই ক্ষুদ্র উপন্যাস খানি আমাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। গ্রন্থকারের "স্বর্ণলতা" জনসমীপে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এখানি সাদরে পরিগৃহীত হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল এবং আমারও আয়াস সার্থক হয়।

ভবানীপুর।
১লা ফাল্‌গুন।

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ললিত-সৌদামিনীর সমস্ত খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায়, দ্বিতীয় সংস্করণ করা হইল। এবার ইহাতে আমার "সুখ ও দুঃখ" এবং "নিধিরাম" নামক আর দুইটি গল্প যোগ করিয়া দিলাম। এই জন্য "তিনটি গল্প" নাম দিয়া পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। এবার পূর্ব্ববারের অপেক্ষা বড় অক্ষর ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
৩ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"স্বর্ণলতা" সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটের মত।

"This is perhaps the only novel (as distinguished from a romance or a poetical tale) yet written in Bengali. The incidents of every day Bengali life constitute its subject and are described with remarkable accuracy. The phases of Bengali life touched upon are various, and the whole forms a panorama of greet moral and artistic interest."—CALCUTTA GAZETTE, 21st *December*, 1881.

ললিত সৌদামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
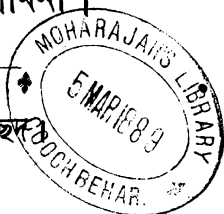
অবতরণিকা।

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥"

ষোড়শী কুলীনকুমারী সৌদামিনী এক দিবস অপরাহ্নে বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। প্রফুল্লশতদলসদৃশ মুখখানি প্রতিভাশূন্য দেখাই-তেছে। চক্ষুর পক্ষাগ্রভাগে গুটী দুই অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় ঝুলিতেছে। নিবিড়কৃষ্ণকুঞ্চিত কুন্তলজাল নিতম্ব ঝাঁপিয়া পড়িয়া মেঘমালার ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে। তপ্তকাঞ্চন-নিভ উজ্জল গৌর কান্তি বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ করি-তেছে। সৌদামিনী অবনত মস্তকে রোদন করি-তেছেন। এমন সময়ে অনতিদূরপদধ্বনি সৌদা-

মিনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সৌদামিনী চমকিয়া কক্ষদারাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার মাতা সাবিত্রী সুন্দরী আসিতেছেন। সৌদামিনী ত্রস্ত হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং একটী সূচিকা গ্রহণ করিয়া সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক সৌদামিনীর নিকট গিয়া বসিলেন। সৌদামিনী মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। সেলাই করিতেই লাগিলেন—যেন তিনি এতক্ষণ অনবরতই সূচিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুদাম! চুপ ক'রে ব'সে আছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন, ভাবিলেন, একটু হাসিলে সাবিত্রী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাবিত্রী তাঁহার মুখে স্পষ্ট বিষণ্ণতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাদরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোর কি হয়েছে? অমন কচ্চিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া পুনরায় হাসিতে

গেলেন। কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইলেন না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া দুটী ধারা বহিল। রৌদ্র বৃষ্টি এককালে হইল।

সাবিত্রী সৌদামিনীর চিবুকে নিজ হস্ত সংলগ্ন করিয়া কহিলেন, "ভেবে কি ক'র্‌বে, বাছা; অদৃষ্টে যা আছে, তা হবেই। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কি কেউ খণ্ডাতে পারে?"

মাতার সকরুণ কথা শুনিয়া সৌদামিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবলবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী কুলীনকন্যা। জন্মাবধিই মাতামহ-আলয়ে বাস। তাঁহার পিতার চারিটী বিবাহ। তন্মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল, অপর তিনটীর দুইটীর সন্তানাদি হয় নাই। সৌদামিনী তাহার মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বামনদাস, যে স্ত্রীটীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই ঘর করিতেন। অপর তিনটীর তত্ত্ব তল্লাস করিতেন না। ক্রমে সৌদামিনী বিবাহযোগ্যা হইলে তাঁহার

মাতুল বামনদাসের নিকট পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। বামনদাস সে পত্রে মনোযোগ করিলেন না। ভাবিলেন, সৌদামিনীকে সৎপাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার মাতুলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বস্তুতঃ সৌদামিনীর মাতুল পত্র লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও নিজে পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, বামনদাসের স্বঘরের পাত্র পাইলেন না।

এমন সময় সাবিত্রী হঠাৎ একটী বালককে দেখিতে পাইলেন। বালকটীর বয়স আনুমানিক দ্বাবিংশতি বৎসর, নাম ললিতমোহন। সৌদামিনীর মাতুলের বাটীর নিকট এক বাটীতে ললিতের ভগিনীপতি দুশ্চিকিৎস্য চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া কালেজের ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা করিবার মানসে আসিয়া বাসা করিয়াছিলেন। ললিত হিন্দু কালেজে পড়িতেন এবং সর্ব্বদাই আসিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে দেখিয়া যাইতেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকেই জামাতা করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

সাবিত্রী ললিতের কথা নিজ ভ্রাতার নিকট বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম দিগম্বর। দিগম্বর অনন্তর ললিতের কুলশীলের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, ললিত বংশজ। দিগম্বরের হরিষে বিষাদ হইল। পাত্রটী দেখিতে শুনিতে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বংশজকে কি প্রকারে নৈকস্য কুলীনের কন্যা দান করেন?

সাবিত্রী ললিতকে প্রথমতঃ যে প্রকারে দেখেন, সৌদামিনীও সেই রূপে এক দিবস ললিতকে দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাটীর জানালায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ললিত তাঁহার ভগিনীপতিকে দেখিতে আইলেন। ললিতকে দেখিবামাত্রই সৌদামিনীর মন প্রাণ ললিতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রণয় চিরকালই এইরূপে আরম্ভ হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া,—স্বভাব বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কাহার কোন্ কালে প্রণয় হইয়া থাকে? বারুদ অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, কাষ্ঠাদির ন্যায় রহিয়া রহিয়া জ্বলে না, সেইরূপ প্রণয় দর্শনমাত্রেই হয়, অল্পে অল্পে কখন প্রণয়ের উৎপত্তি হয় না।

রোগী বিশ্রাম লাভার্থে যতই শয্যার এ পাশ ও পাশ ফিরিতে থাকে, ততই তাহার নিদ্রা দূর হয়, সেইরূপ যে ভালবাসিয়াছে, সে যতই নিজ মনের ভাব গোপন করিতে চায়, ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই সাবিত্রী সৌদামিনীর মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু ললিত বংশজ কুলোদ্ভব, সৌদামিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় অসম্ভব, জানিতে পারিয়া সাবিত্রী নিজ তনয়াকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া ললিতের চিন্তা দূর করিতে কহিলেন। সৌদামিনীকে আর জানালায় বসিতে দেন না। তাহাকে নিষ্কর্ম্মা দেখিলে অমনি কোন না কোন কার্য্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু প্লাবনের জল কার সাধ্য হঠাৎ শুখায়, সৌদামিনী একাকিনী হইলেই বসিয়া বসিয়া অনবরত ললিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, এবং কেহ কোথায় না থাকিলে অমনি গিয়া জানালায় বসেন।

ললিতের ভগিনীপতিকে এক্ষণে ললিত প্রত্যহই দেখিতে আইসেন। পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, কিন্তু ললিতের আগমন ক্ষান্ত না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক দিবস ললিত ভগিনীপতিকে

দেখিয়া নিজবাসে গমন করিয়াছেন। যতক্ষণ ললিত ছিলেন, সৌদামিনী তাঁহাকে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিলেন। ললিত চলিয়া গেলে ঘরের মেঝের উপর বসিয়া ললিতের চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতেছিল। এইরূপ সময়ে সাবিত্রী অনেকক্ষণ তনয়াকে না দেখিতে পাইয়া যে ঘরে সৌদামিনী বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভোক্ত সান্ত্বনা-বাক্যগুলি তনয়াকে প্রয়োগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশাদান।

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং।"

বিষ একবার মস্তিষ্কে উঠিলে আর তাহার চিকিৎসা করা বৃথা। তখন সে অসাধ্য হইয়া উঠে। সৌদামিনীকে উপদেশ বাক্য, এক্ষণে সেই অসাধ্য রোগে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় হইল। সৌদামিনী মাতার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, কিন্তু সকলই বৃথা হইয়া পড়ে। তাঁহার মন আর আত্ম-বশে নাই। বহতা নদীকে পথান্তর খনন করিয়া অনায়াসে সেই নূতন পথে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রবাহ কেহ একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। সৌদামিনীকে বোধ হয় পাত্রান্তরে বিমুগ্ধমনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার মাতা সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি একেবারে তাহাকে চিন্তাশূন্য করিবার যত্ন করিয়া-

ছিলেন। প্রবাহকে একেবারে শুষ্ক করিবেন মানস করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে নিষ্ফলপ্রয়াস হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ?

সাবিত্রী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সমুদয় যত্ন বিফল হইল, তখন তিনি তদীয় ভ্রাতাকে পুনরায় ললিতের কথা কহিলেন। ললিত সর্ব্বাংশে সুপাত্র ; কিন্তু তাঁহার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিলে বামনদাসের কুল থাকিবে না, তাহাতে সাবিত্রীর কি ক্ষতি ? সাবিত্রীর পুত্র সন্তান নাই যে তাঁহার কুল নষ্ট হইবে। সপত্নীপুত্রের কুল থাকিলেও সাবিত্রীর কোন লাভ নাই। তাহার কুল রক্ষার্থে তিনি কেন নিজের কন্যা বিসর্জ্জন দিবেন ?

দিগম্বর ভগিনীকে বিস্তর বুঝাইলেন। কহিলেন, "কুলীনের কুল নষ্ট করা মহাপাপ, তাহাতে যত্নবান হওয়াও উচিত নয়।" সাবিত্রী উত্তর করিলেন, "তোমরা যদি সত্বর সৌদামিনীর বিবাহ না দেও, তবে আমি ললিতের সঙ্গে তার বিবাহ দিব। আমি কাহারও কথা শুনিব না।"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "দিদি ! আর দশ দিন কাল বিলম্ব কর। যদি এত দিন গিয়েছে, তবে

আর দশ দিনে কি হবে। আমি একখানা পত্র লিখি, দেখি কি জবাব পাই।”

সাবিত্রী কহিলেন, “তবে পত্র লেখ। কিন্তু আমি এগার দিনের দিন বিবাহ দেব, তার আর ভুল নাই। আমি আর কাহাকেও জানাব না, দিন ক্ষণও দেখ্‌বো না।”

দিগম্বর কহিলেন, “আচ্ছা, দশ দিনই যাউক, তার পর তোমার যা খুসী, তাই কোরো। আমি আজই পত্র লিখ্‌বো। দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই পত্রের উত্তর পাব।”

ললিতকে দেখিয়া সৌদামিনীর মন যেরূপ হইয়াছিল, সৌদামিনীদর্শনেও ললিতের মন সেইরূপ হইয়াছিল। ললিত দুই এক দিবস ভাবিলেন, সৌদামিনী-লালসা আমার পক্ষে বামনের প্রাংশু-লভ্য ফললালসার ন্যায়। কিন্তু যখন সাবিত্রী নিজেই সেই কথার উত্থাপন করিলেন, তখন আর ললিতের পক্ষে সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইল না। যে আগুন ললিত ইচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসেই নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেন, সাবিত্রী বায়ুস্বরূপ হইয়া সেই অগ্নিকে দিন দিন প্রবল করিয়া তুলি-

লেন। ললিত পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রত্যহ একবার আসিতেন, কিন্তু এক্ষণে দিনে দুই তিনবার আসিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতের ভগিনী নিষেধ করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু লজ্জায় ভ্রাতার নিকট ও বিষয়ে কথা কহিতে পারিলেন না। ললিতের ভগিনীপতি সমস্ত দিবস একাকী থাকিতেন। চক্ষুরোগনিবন্ধন পড়া শুনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকটে কেহ বসিয়া কথোপকথন করিলে তিনি যার পর নাই শান্তিপ্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি, যাহাতে ললিত পূর্ব্বাপেক্ষাও ঘন ঘন আইসে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপত ললিতকে কেহ কোন উপদেশ দিল না। কেহ তাঁহাকে স্বরূপ দেখিতে সাহায্য করিল না। ললিতের পড়া শুনা বন্ধ হইয়া গেল। বাসায় থাকিলে কতক্ষণে ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিবেন ভাবেন। ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিলে আবার পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন করিতে হইবেক, এই ভাবনায় সন্তাপিত হন। সাবিত্রী ক্রমাগত ললিতের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন। এক দিনের জন্যও এমন কথা বলেন নাই যে, তাহার সহিত

সৌদামিনীর বিবাহ নাও হইতে পারে। কিন্তু সৌদামিনীকে কখনই উৎসাহের কথা কহেন নাই। তাহাকে অনবরতই এ বিবাহ সম্ভবপর নহে, তাহাই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে দিগম্বর নিজ ভগিনীপতিকে পত্র লিখিলেন। দশ দিবসের মধ্যেই পত্রের উত্তর আসিল। বামনদাস সানুনয়ে অন্ততঃ আর এক মাস অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন, এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া একবারে কলিকাতায় পৌঁছিয়া শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। দিগম্বর ভগিনীকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া সেইরূপ অনুরোধ করিলেন। তখন সাবিত্রী মহাগোলযোগে পড়িলেন। ললিতকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে,দশ দিবস পরেই বিবাহ দিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনরূপেই পত্রের জবাব আসিবে না। কিন্তু ভাবিয়া আর কি করিবেন? লজ্জাবনতমুখী হইয়া ললিতের ভগিনীকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া কহিলেন, "ললিতকে বোলো, বিবাহ দেওয়া সুবিধা হইবেক না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাৎ অসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

ললিত প্রত্যহ যে সময় ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিতেন, অদ্য সে সময় অতিক্রম করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় ভগিনীপতির বাসায় সমাগত হইলেন। সৌদামিনীর পিতার নিকট পত্র অদ্য দশ দিবস গিয়াছে। অদ্য উত্তর না আসিলে সৌদামিনী তাঁহার হইবেন। ললিত এই ভাবিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া আসিলেন যে, ভগিনীপতির বাটীতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিবেন কিম্বা তাহার পরেও দুই চারি দণ্ড অপেক্ষা করিয়া যাইবেন। একেবারে দশম দিবসের শেষ খবর লইয়া যাইবেন। ললিত রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কম্পিত-হৃদয়ে ভগিনীপতির দ্বারে আঘাত করিলেন। ললিতের ভগিনী গিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন

করিয়া দিলেন। ললিতের ভগিনীর মুখ অদ্য কিছু বিষণ্ণ। কিন্তু ললিতের হৃদয় সৌদামিনী-ময়। তাহাতে তৎকালে অন্য কাহারও স্থান হওয়া অসম্ভব। ললিতের চক্ষে তাঁহার ভগিনীর মুখে কোন বৈলক্ষণ্য বোধ হইল না। অন্যান্য দিবসের ন্যায় ললিত গিয়া তাঁহার ভগিনীপতির নিকটে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিবস হয় সাবিত্রী নতুবা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন না কোন লোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তিনি আসিলেই তাঁহাদিগের মুখে দিবসের খবর পাইতেন। কিন্তু অদ্য কেহই তাঁহার নিকট আসিয়া সংবাদ জানাইল না। ললিত অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি কথা কহেন, কিন্তু তাহা ললিতের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। হয়ত ললিতের ভগিনীপতি এক কথা কহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন—ললিত কিছুই জানিতেছেন না; অথবা অসংলগ্ন উত্তর দিতেছেন; "হাঁ" স্থানে "না" বা "না" স্থানে "হাঁ" বলিতেছেন। ললিতের ভগিনীপতি ললিতের চিত্তচাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাহার

কারণ সমস্তই অবগত ছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি ললিতকে কুসংবাদ দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এবং যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ললিতও চুপ করিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যা হইল, প্রদীপ জ্বালা হইল, যে ঘরে ললিত ও তাঁহার ভগিনীপতি বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। হঠাৎ আলোক অবলোকন করিয়া ললিত ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আর কি উপলক্ষে বসিয়া থাকিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ভগিনীপতিকে কহিলেন, "তবে আজ আমি যাই।"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন, "হাঁ আর আজ থেকে কি কোর্‌বে।"

ললিত এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ললিতের ভগিনীপতির যেন হঠাৎ মনে হইল, ললিতকে কোন কথা কহিতে হইবেক; এজন্য তিনি ললিতকে কহিলেন, "ভাল কথা, ললিত, তোমার একটা সংবাদ আছে শুনে যাও।"

ভগিনীপতির কথা শুনিয়া ললিতের হৃৎপিণ্ড

এরূপ জোরে বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে, ললিতের বোধ হইল, তাঁহার ভগিনীপতি সে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ললিত যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই খানেই বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

ললিতের ভগিনীপতি কহিলেন, "সৌদামিনীর সঙ্গে তোমার যে বিবাহ হবার কথা হয়েছিল, তার প্রতিবন্ধক পড়েছে। সে বিবাহ হবে না।"

ললিত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বল্লে?"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন, "সৌদামিনীর মা দাসীর দ্বারায় সংবাদ পাঠিয়েছেন। দাসী বোলে গেল, "মা লজ্জায় নিজে আস্‌তে পার্‌লেন না, আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন।"

ললিত ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বিবাহ হবে?"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন, "দাসী কহিল, সৌদামিনীর পিতা উপযুক্ত পাত্র নিয়ে সত্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। তিনি ত্বরায় পেঁ ৗছিবেন।"

ললিতের আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না, কিন্তু তথাপি কহিলেন, "তা আমি জানি। আমি কথন প্রত্যাশা করি নাই যে, আমার সঙ্গে সৌদামিনীর বিবাহ হবে। কুলীনের কন্যা আমাকে দিবে কেন? তবে তাঁহারাও বোল্‌তেন, আমিও সায় দিতাম।"

ললিতের ভগিনীপতি ললিতের কথায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতও কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া তথা হইতে উঠিয়া নিজ বাসে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রি ললিত কিরূপে অতিবাহিত করিলেন, সহজেই অনুভূত হইতে পারে। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া ললিত পড়া শুনায় মনোনিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। পুস্তকাদি খুলিয়া দেখিলেন, সমুদয় আবার প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিতে হইবেক। এদিকে গণনা করিয়া দেখিলেন, পরীক্ষার আর অধিক দেরি নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন, এ বৎসর পরীক্ষা দিবেন না। তবে কলিকাতায় থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া ললিত সেই দিবসই পুস্তকাদি লইয়া

বাটী গমন করিলেন। রেলগাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ হইল, তখন ললিত কত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কলিকাতা অদৃশ্য না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা অদৃশ্য হইল। ললিত নিজ বস্ত্রে মুখা-বরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুলীন জামাতা।

"যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা।"

আশ্রয়-বৃক্ষ ভগ্ন হইলে আশ্রিত লতার যেরূপ দুরবস্থা হয়, ললিত-বিরহে সৌদামিনীর চিত্ত সেই-রূপ হইল। ললিতের সহিত তিনি কখন কথা কহেন নাই, একত্র উঠা বসা করেন নাই, তথাপি ললিত চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয় শূন্য, গৃহ শূন্য, সমুদয় সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রী এক দিনের জন্যও সৌদামিনীকে ললিতের সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া উৎসাহ দেন নাই, কিন্তু তথাচ সৌদামিনীর চিত্তে এক প্রকার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার ললিতের সহিত পরিণয় হইবেক। এক্ষণে সেই বিশ্বাসের মুলোচ্ছেদ হইয়া গেল। সৌদামিনী নিজের মনের ভাব গোপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে স্থানে বসিলে ললিতকে

দেখিতে পাইতেন, সেই স্থানে সর্ব্বদা থাকিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু এক্ষণে ভ্রমেও আর সে গৃহে গমন করেন না। সৌদামিনীর মুখের হাসি যেন কোথায় গেল। ভাবিয়া ভাবিয়া বর্ণ মলিন ও শরীর শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার পিতা লিখিয়াছিলেন, এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সে এক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। পাত্র সমভিব্যাহারে আসা দূরে থাকুক, তিনি একখানি পত্রও লিখিলেন না। সাবিত্রীও যার পর নাই চিন্তিতা হইলেন। তনয়ার সুখে তাঁহার সুখ, তনয়ার দুঃখে দুঃখ; ভাবনায় সেই তনয়াকে কৃশাঙ্গী দেখিয়া সাবিত্রী অতিশয় ভাবনা যুক্ত হইলেন। ললিতকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য এক্ষণে হৃদয় আত্মগ্লানিতে সন্তাপিত হইতে লাগিল। কতবার ললিতকে পত্র লিখিতে উদ্যত হইলেন, কতবার আবার নিরস্ত হইলেন। যাঁহাকে একবার বিদায় দিয়াছেন, কি লজ্জায় তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিবেন? এইরূপে যখন তিন মাস অতি বাহিত হইয়া গেল, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। ললিতকে

পত্র লিখিলেন। লিখিলেন যে, এবার আর বিবাহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার আগমন মাত্র প্রতীক্ষা। সৌদামিনীর পিতা যদি রতিপতির ন্যায় রূপবান্ এবং বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান্, কুলে কুলীনের অগ্রগণ্য পাত্রও লইয়া আইসেন, তথাপি সাবিত্রী সৌদামিনীকে ললিতের করে সমর্পণ করিবেন।

সাবিত্রী এই ভাবিয়া ললিতকে এরূপ পত্র লিখিলেন যে, যদি তাঁহার সৌদামিনীকে সুখী করিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার জীবনে ফল কি? কৌলিন্যের অনুরোধে তিনি নিজ স্বামী বর্ত্তমানেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার তনয়াকে কখনই যে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না, এইরূপ কৃত-সংকল্প হইয়া তিনি সৌদামিনীকে কহিলেন, "বাছা আর কেঁদ না, এই ললিতকে পত্র লিখ্‌লাম। ললিত এলেই তোমার বিবাহ দি। আর কারও অনুরোধ শুন্‌ব না।"

যে দিবস প্রাতঃকালে সাবিত্রী ললিতকে উল্লিখিতরূপ পত্র লিখিলেন, সেই দিবস সায়ংকালে বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হৃষ্টচিত্তে পাত্র সমভি-

ব্যাহারে লইয়া দিগম্বরের বাটীতে উপনীত হই-লেন। পাত্রটীর নাম রামকানাই চট্টোপাধ্যায়। রামকানাই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, কৃশ। বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকের কেশ দুটী একটী পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সম্মু-খের দুইটী দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। এই পাত্র। ইহাই অনুসন্ধান করিতে বামনদাসের তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি দিগম্বরের দ্বিতীয় পত্র পাইবামাত্র বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কোন খানেই সুপাত্র, অর্থাৎ তাঁহার সমান ঘরের পাত্র পাইলেন না। পরিশেষে রামকানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিবাহ করা রামকানাইয়ের ব্যবসায়। তিনি ইতি পূর্ব্বে এগারটী কুলীনকুমারীর আইবড় নাম ঘুচাই-য়াছেন; সৌদামিনীকে উদ্ধার করিতে পারিলেই দ্বাদশটী হয়। বামনদাস রামকানাইকে পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য কথোপ-কথনের পর সৌদামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। রামকানাই কহিলেন উপযুক্ত পণ পাইলে তাঁহার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই,

তবে এক কথা এই, তিনি স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে যদি বামনদাস সম্মত হন, তবে দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেই রামকানাই নির্দ্ধারিত দিবসে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইবেন।

বামনদাস ভাবী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাপু! তুমি চিরজীবী হও। তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি লোক আজ কাল পাওয়া ভার। তুমি যথার্থই কুলীনের মর্য্যাদা বুঝো। তুমিই যথার্থ কুলীন। তুমি যে সমস্ত কথা বল্লে, আমি সে সমুদয়ে সম্মত আছি। কন্যার ভরণ-পোষণের ভার তোমায় নিতে হবে না। আমি তা ইষ্টম্বরে লিখে দিতে পারি। সে জন্মাবধি মাতামহালয়ে আছে, বিবাহের পরেও সেইখানে থাকিবেক। এখন পণের একটা সাব্যস্ত হলেই হয়।"

রামকানাই উত্তর করিলেন,"পণের কথা পাত্রীর বয়সের উপর নির্ভর করে। কন্যা যত বয়স্থা হবে, পণ ততই বেশী লাগবে। এ কথা আপনি না জানেন তা ত নয়। আপনিও তো কুলীন।"

বামনদাস কহিলেন, "যা বল্লে, সত্য। কিন্তু

আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পণের কথাটা বলো, আমার কন্যার বয়সও অধিক নয়। যদি বড় বেশী হয়, তবে চৌদ্দ বৎসর।”

রামকানাই একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, “বৎ-সর পিছু দু টাকা দিবেন, আপনার নিকট অধিক প্রার্থনা কর্‌বো না।”

বামনদাস বিস্তর বলিয়া কহিয়া ১৫ টাকায় রাজী করিয়া রামকানাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া-ছেন। সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছেন। শ্বশুরবাটী গেলে তাঁহার আদরের সীমা থাকিবেক না, কিন্তু সে আশা যে কতদূর ফলবতী হইল, পরে জানা যাইবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বপত্নী সম্ভাষণে।

"সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্
বিপৎ সন্নিহিতা তস্য ——"

ললিতের ভগিনীর নাম গিরিবালা। তাহার ভগিনীপতির নাম কেশবচন্দ্র। কেশবের চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল। সেই ছানি কাটাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছানি কাটাইবার উপযুক্ত না হওয়ায়, তাঁহাকে অনেক দিবস কলিকাতায় থাকিতে হইল। পরে ছানি কাটিবার যোগ্য হইলে ডাক্তারে এক চক্ষের ছানি কাটিয়া দিল। কহিল, একটা আরোগ্য হইলে অন্যটা কাটিবে। ললিত যখন বাটী যান, তখন একটী চক্ষু বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ডাক্তার তাঁহাকে পড়া শুনা কিম্বা যে কোন কার্য্যে চক্ষুর স্থির দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। ললিত কলিকাতায় থাকিতে তিনি প্রত্যহই কেশবকে দেখিতে আসিতেন এবং

প্রায় সমস্ত দিবস তাঁহার নিকট থাকিয়া কথোপ-কথন বা তাস-ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু ললিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলে, কেশবের পক্ষে একাকী থাকা অতিশয় ছুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী পাকশাক ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, কেশবের নিকট বসিয়া কথোপ-কথন করেন, এরূপ অবকাশ পাইতেন না। ললি-তের গমনের পর প্রথম দিবস কেশব কোনরূপে কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস আর নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারিলেন না। একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন, দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুস্তকখানি এতই ভাল লাগিল যে, তাহা শেষ না করিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে ৮টা ৯টার সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর রাত্রি ১০টার সময় শেষ হইল। গিরিবালা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু কেশব তাঁহার কথা শুনিলেন না। কহিলেন, "কোন কষ্ট বোধ হচ্চে না, তবে কেন না পোড়ব। আর কত কালই বা চক্ষু থাকৃতে অন্ধের মত বসে থাকৃব।'

সংক্ষেপতঃ কেশব স্ত্রীর কথা শুনিলেন না। পুস্তক খানি এক দিবসেই শেষ করিলেন।

পুস্তক সমাপ্ত করিয়া কেশব হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিলেন। কোনই অসুখ নাই। কিন্তু শেষ রাত্রে চক্ষের বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন আর চক্ষু মেলিতে পারেন না। কোনরূপে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস ডাক্তারকে পুনরায় চক্ষু দেখাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া কহিলেন, চক্ষুটী আর পূর্ব্ববৎ হইবেক না। কিন্তু অপর চক্ষুটী অস্ত্র করিলে আরোগ্য হইতে পারে।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া কেশব রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ডাক্তার দুই চারিটী সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গেল।

কেশব রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "এত দিনের পর অন্ধ হলাম। আর কিছুই দেখ্তে পাব না। কেনই বা তোমার কথা অবহেলা কোর্‌লাম?"

গিরিবালা গাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন, "সে কথা

ভেবে কাঁদ্‌লে আর কি হবে? অদৃষ্টে যা ছিল তা ঘটেছে।"

কেশব উত্তর করিলেন, "না গিরিবালা। তোমার কথা না শুনে, আমি যখন যে কর্ম্ম করিছি, তাতেই কোন না কোন অনিষ্ট ঘটেছে। তুমি মিথ্যা অদৃষ্টের দোষ দিচ্ছ। এ আমার নিজের দোষ।"

গিরিবালা কেশবের শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "অদৃষ্টে লেখা আছে বলেই তুমি আমার কথা শোনো নি। অদৃষ্টের লিপি কি কারও বারণে বন্ধ হয়?"

গিরিবালার কথা শুনিয়া কেশব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "গিরিবালা আমি আর কিছুই দেখ্‌তে পাব না!"

গিরিবালা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "যদি এক জনের চোক আর এক জনকে দেওয়া যেত, তা হলে মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন, চোক এখনই তোমাকে দিতাম। কিন্তু তা যেখানে হবার যো নাই, সেখানে যাতে এক জনের চোক

দুজনের হয় তাই কোরব। তুমি যেমন আমাকে সব বিষয় বুঝাইয়া দাও আমি তেমনি তোমাকে যা যখন দেখ্‌তে পাই বলে দেব।"

কেশব কহিলেন, "আমার আর এক ভয় হচ্চে, গিরিবালা, আমি অন্ধ হলেম, তুমি আর এখন আমাকে ভালবাসবে না। কানা বোলে ঘৃণা কোরবে।"

গিরিবালা দুই হস্তে কেশবের পদদ্বয় ধারণ করিয়া "এমন কথা মুখেও এনো না। পূর্ব্বে আমি কখন কখন রাগ কোর্‌তাম, কখন কখন অভিমান কোর্‌তাম, কিন্তু এখন আর আমার তা কখনই ইচ্ছা হবে না। আমি দেবতার স্থানে এই ভিক্ষা চাই, যেন জন্ম জন্ম তোমার মত স্বামী পাই।"

কেশব কহিলেন, "সে তুমি ভালবাস বলে যা বল। আমার মনের কথা এই যে, গিরিবালা, তোমার ন্যায় পত্নী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই।

গিরিবালা আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকট বসিয়া উচ্ছ্বাসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জেদ্‌।

"প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরস্ত্রীণাং প্রগল্‌ভতা।"

বামনদাস কর্ত্তৃক আনীত পাত্র দর্শন করিয়া, সাবিত্রী যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বামনদাস ললিতের মতন আর একটী পাত্র আনিবেন। রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্র আসিবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। ললিতের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে যদি সাবিত্রী রামকানাইকে দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার প্রতি এত গাঢ় ঘৃণা জন্মিত না। ঘরে বয়স্থা কন্যা, পাত্রও বৃদ্ধ নহে, তাহাদিগের বিবাহ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু একবার ললিতকে দেখিয়া রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা, সাবিত্রীর নিকট কন্যা জলে ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায় বোধ হইল। ভাল পাইবার সম্ভব থাকিলে মন্দ কে চায়? সাবিত্রী একমাত্র কন্যাকে কেন রামকানাইয়ের করে সমর্পণ করিবেন?

বামনদাস যে রামকানাইকে কন্যাদান করিতে উৎসুক হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু রামকানাই এতাবৎ টাকার জন্যই বিবাহে সম্মত ছিলেন। তিনি কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা সুরূপা কি কুরূপা, তাহা অনুসন্ধান করিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। টাকা মেকি না হইলেই হইল। টাকার জন্যই তাঁহার বিবাহ, কন্যার জন্য নহে। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সৌদামিনীকে দর্শন করিয়া, রামকানাইয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার আর অর্থস্পৃহা রহিল না। তখন যদি সৌদামিনী লাভার্থ তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যয়ও হয়, তাহাও তিনি করিতে প্রস্তুত। কিন্তু বিবাহের ভয়ানক প্রতিবন্ধক সমুত্থিত হইল। সাবিত্রী কহিলেন, তিনি ওরূপ পাত্রে সৌদামিনীকে দান করিতে দিবেন না; বামনদাস বুঝাইলেন, তোষামোদ করিলেন, রাগ করিলেন, সাবিত্রী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রামকানাই বামনদাসকে কহিলেন, “মহাশয় মনের কথা ভেঙ্গে বলাই ভাল, আমি বাড়ী হতে সকলকে বিবাহ কোর্‌ব বলে

এসেছি। এমন স্থলে বিবাহ না কোরে ফিরে গেলে ঠাট্টা কোর্‌বে। বিশেষ, মুখে যা বলি, কিন্তু আমার সংসারে স্ত্রীলোক নাই, বিবাহ করা আমার আবশ্যক হচ্চে, এমন অবস্থায় আমি পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত কোরেছিলাম, তাহার অতিরিক্ত আরও স্বীকার কোরছি যে, বিবাহ হলে আমি কন্যা নিজের বাটী নিয়ে যাব।” রামকানাই ভাবিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার কন্যা লইয়া ঘর করিবার কথা ছিল না। এক্ষণে তাহা স্বীকার করিলেন, সুতরাং সাবিত্রীর আর অধিক আপত্তি থাকিবেক না, বামনদাসও বিবাহ পক্ষে অধিকতর প্রয়াস পাই-বেন।

বামনদাস কহিলেন, “যদি তোমাকে কন্যা দেয়, তবেত বাটী নিয়ে যাবে! যে গতিক দেখছি, তাতে অপ্রতিভ হয়ে যেতে হবে, তারই অধিক সম্ভাবনা।”

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রামকানাই পুনরায় কহিলেন, “আমার সংসারে একটী স্ত্রীলোক নইলে চলে না। কি করি যদি ১৫ টাকা হতে কিছু বাদ দিলে সম্মত হন, আমার তাও কর্ত্তব্য।” রাম

কানাই যেরূপ টাকার মর্ম্ম বুঝিতেন, অমন অতি অল্প লোকেই বুঝে। টাকা তাঁহার শরীরের শোণিত-সদৃশ। সুতরাং কম টাকা লইলে যে সাবিত্রী তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারেন, এরূপ ভাবনা তাঁহার পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে।

বামনদাস স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, রামকানাই কি জন্য কম টাকা লইয়াও বিবাহ করিতে সম্মত। সুতরাং তিনি রামকানাইকে যে নিরাশ হইয়া যাইতে হইবেক, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এরা বড় মানুষ, ৫।৭ টাকার প্রলোভনে এরা যে ভুল্‌বে, তা বোধ হয় না।" বামনদাসের মনোগত ইচ্ছা যে, বিনা পণে রামকানাই সম্মত হইলেই ভাল হয়। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামকানাই কহিলেন, "আমার নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ বিবাহ করিতে এসেছি, না করে গেলে লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কোর্‌বে, অতএব আমি বিনা পণেই এ কর্ম্ম কোর্‌তে সম্মত আছি।"

বামনদাসের ইচ্ছানুরূপ কথা হইল। ভাবিলেন, সাবিত্রীর যদি পায় ধরিতে হয়, তিনি তাহাও

ধরিবেন। যদি বিবাহের জন্য অনাহারে ধন্না দিতে হয়, তাহাও দিবেন। তিনি দেখিলেন, এরূপ সুবিধা আর হইবে না। এমন ঘর, এত কম ব্যয়ে, আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কুলও এ কর্ম্ম না হইলে টিকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় সাবিত্রীকে বুঝাইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সাবিত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন,—রামকানাই-য়ের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ কখন ভঙ্গ করাইতে পারে নাই। বামনদাসও পারিলেন না। বামনদাস বুঝাইলেন, রামকাইয়ের সহিত বিবাহ দিলে টাকা লাগিবে না, কুলও বজায় থাকিবে, পাত্রও নিতান্ত মন্দ নয়। সাবিত্রী সক্রোধে উত্তর করিলেন, "পোনর টাকা, ভারি টাকা, ভারি সাশ্রয় দেখাচ্ছ, ও টাকা আমিই তোমাকে দিচ্চি, তুমি এখন যেখানে ছিলে সেই খানে যাও।"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "টাকা যেন দিলে, কুল বজায়ের কি কোরলে?"

সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ সরোষে কহিলেন, "আমার

কুলের দরকার কি? কুল না থাকলেই আমার পক্ষে ভাল। বাবা কুলক্রিয়া করেছিলেন বলে আমার যাবজ্জীবনটা দুঃখেই গেল। আবার আমি কুলক্রিয়া করে সুদামকে চিরকালের জন্য দুঃখ-ভোগী করে যাব, আমি তা পারবো না।"

বামনদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ হলো? তোমার কিসের অভাব?"

সাবিত্রীর আর বরদাস্ত হইল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কিসের দুঃখ? কিসের অভাব? অভাব আর দুঃখ এই যে, তুমি মর না।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বামনদাস তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "আর একটা কথা শুনে যাও।"

সাবিত্রী উত্তর করিলেন, "তোমার কথা যে শুন্তে পারে তাকে গিয়ে বল, আমি পারিনে।" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নিজের অঞ্চল মুক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

"কার্য্যং বা সাধয়েয়ং
শরীরং বা পাতয়েয়ং।"

বামনদাসের আর একটী মাত্র উপায় রহিল অনাহারে ধন্না দেওয়া। এক্ষণে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া, বহির্ব্বাটী আগমন করিলেন। পাঠকবর্গকে বলা বাহুল্য, বামনদাস অধুনাতন ইংরাজী পরিমার্জ্জিত যুবক নহেন, স্ত্রীকে প্রহার করা অবিধেয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। তাঁহার এই দুঃখ হইতে লাগিল যে, সাবিত্রী তাঁহার আলয়ে নহে। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার বাটীতে থাকিলে বেতের আগায় সোজা করিতাম। কিন্তু এ স্থানে আর তাহা ভাবিয়া কি করিবেন। মৌনভাবে আসিয়া রামকানাইয়ের নিকট উপবেশন করিলেন।

রামকানাই তাঁহাকে বিরস বদন দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?" তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন যে, একেবারে পণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া কার্য্য ভাল হয় নাই, হয়ত কিঞ্চিৎ কম গ্রহণ করিবেন বলিলেই হইতে পারিত। হায়! ঘরে লক্ষ্মী আসিতেছিল, তিনি নিজেই তাহাকে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু বামনদাসকে বিরস বদন দেখিয়া চিন্তাদগ্ধ চিত্ত অপেক্ষাকৃত শীতল হইল। ভাবিলেন, যদি বিনা পণেও কর্ম্ম করিতে স্বীকার না হইয়া থাকে, তবে আর তিনি পণ গ্রহণ করিবেন না বলায় ক্ষতি হয় নাই।

বামনদাস রামকানাইয়ের কথায় উত্তর না করিয়া যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। রামকানাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "আর কি খবর? কোন মতেই স্বীকার করে না। তার প্রতিজ্ঞা সে আমার কুল নষ্ট কোরবে। আমারও প্রতিজ্ঞা যে যতক্ষণ সে আমার কথায় স্বীকার না হয়, ততক্ষণ আমি অনাহারে এখানে পড়ে থাকব।"

রামকানাই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, “আমাকেও কি অনাহারে থাকতে হবে?”

বামনদাস কহিলেন, “না, তুমি কেন থাকবে?”

অনন্তর স্নানের সময় দিগম্বর বামনদাসকে স্নান করিতে কহিলেন। বামনদাস উত্তর করিলেন, “আমি নাবও না, খাবও না। আমি এই খানে অনাহারে প্রাণত্যাগ কোরবো।” দিগম্বর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন, বামনদাস কিছুতেই স্নান করিলেন না। তখন নিজ ভগিনীর নিকট গিয়া কহিলেন, “দিদি, যাতে ব্রাহ্মণের কুল বজায় থাকে, তার চেষ্টা কর।” সাবিত্রী সরোষে কহিলেন, “কুল গেল ত বয়ে গেল, আমি প্রাণ থাকতে অমন বরে কন্যা দিতে পারব না।”

দিগম্বর নিরুপায় হইয়া কহিলেন, “আচ্ছা তাই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা কোরছি তোমার মতের অন্যথা কোরবো না। তুমি এখন একবার বল যে, রামকানাইকে কন্যা দেবে, তা হলে আমি বাঁচি, আর আমার দ্বারে ব্রহ্মহত্যা হয় না।”

সাবিত্রী কহিলেন, “আমি যা বল্‌বো, তা কোরবে।”

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "কোরবো।"

সাবিত্রী। তবে যা বল্লে স্নান আহার করেন, তাই গিয়ে বল।

সাবিত্রী কি সংকল্প করিয়া দিগম্বরকে প্রতিশ্রুত করাইলেন, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। আপাততঃ বামনদাস আশ্বস্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

"ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন।"

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের অদৃষ্টের কথা মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবতারাও বলিতে পারেন না। ললিতের ভগিনী ও ভগিনীপতি এতকাল সদ্ভাবে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে কেশবের চক্ষু গিয়াছে। গিরিবালার উচিত পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক যত্ন করা, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত কালের পর তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইল। বিবাদ আবার একটী দাসীর কথায়। দাসীটী বাল্যকালাবধি কেশবের বাটীতে আছে। কলিকাতায় আসিবার সময় কেশব সেই দাসীটীকে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই দাসীটী দ্বারাই সংসারের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু কেশবের চক্ষু যাওয়া অবধি একটী চাকরের প্রয়োজন হইল। সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাক্তারখানায়

যাইতে হয়, কিন্তু এক্ষণে চক্ষু না থাকায় নিজে গিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া যাইতে পারেন না। ললিতও কলিকাতায় নাই যে, তাঁহা দ্বারা এক্ষণে কোন সাহায্য হইবে। দাসীটী পল্লিগ্রামের, সুতরাং সে সহরের ভাব ভঙ্গী কিছুই জানে না। এ সমস্ত কারণে একটী চাকর রাখা হইল, কিন্তু দাসী চাকরে এরূপ বিবাদ আরম্ভ হইল যে, দাসীটী বহুকালের হইলেও গিরিবালা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে কেশবের নিকট গমন করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, কেশবও তাহাকে রাখিতে সম্মত নহেন, তখন বলিয়া গেল, "এত কাল আমি ছিলাম, কোন কথাটী জন্মায় নি, এখন সকের চাকর এসেছে আর আমায় দরকার নাই। আমি যদি আপনার মত কানা হতে পাত্তেম, তবে আমি থাক্‌লে কোন আপত্তি থাক্‌তো না।" কেশব দাসীর কথা শুনিয়া দূর দূর করিয়া তাহাকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ যাইতে আদেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কেশবের রাগের সমতা হইলে

কেশব ভাবিতে লাগিলেন, "এত কালের পর দাসী আজ হঠাৎ এরূপ কথা বলিয়া গেল কেন? সে যদি কাণা হইত, তাহা হইলে তাহার থাকায় কোন আপত্তি জন্মিত না। ইহার অর্থ আর কি হইতে পারে? কি ভয়ানক কথা কহিল! হায়, কেন তাহার নিকট সবিশেষ না শুনিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম!" সন্দেহ একবার উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় ভিন্ন কমে না। তুচ্ছ কথা, যাহাতে পূর্ব্বে কর্ণপাতও করিতেন না, এক্ষণে সে-গুলি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। চাকরকে তামাক দিতে কহিলে যদি একটু দেরী হয়, তাঁহার অমনি মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে দিন কতক কাটিয়া গেল। কেশব কাহাকে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কিন্তু গিরি-বালা ও চাকরের প্রতি কথা, প্রতি পদধ্বনি, মনো-যোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও তদ্বিষয়ে তর্ক করেন। কেশব কখন কখন বোধ করেন যে, সে সব কিছুই নহে, দাসীর রাগ প্রকাশমাত্র। আবার সময়ে সময়ে যেন সমুদয় স্পষ্ট দেখিতে পান। কেশ-বের মন এইভাবে আছে, এমন সময় এক দিবস

বহির্দ্বারে শব্দ হইল। চাকর ইহার পূর্ব্বে বাজারে গিয়াছে, সুতরাং গিরিবালা গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। একটী যুবা পুরুষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া একটু হাসিল। গিরিবালা তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই যুবক গিরিবালাকে দরজার আড়ালে ডাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল।

অনন্তর গিরিবালা নিঃশব্দে দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া, যুবকটীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা স্বাভাবিক পদধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিলেন। যুবক নিঃশব্দে গমন করিল। উভয়ে অন্তঃপুরে যাইতেছেন, এমন সময়ে কেশব গিরিবালাকে ডাকিলেন। গিরিবালা নিকটে গেলে কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দুয়ারে শব্দ করেছিল?" গিরিবালা অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "কেউ না।" কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিস্ ফিস্ করে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?" গিরিবালা কহিলেন, "কৈ, কার সঙ্গে কথা কইলাম?" কেশব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গিরিবালা কেশবের মুখ-

পানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া গেল।

গিরিবালা! এই তোমার উচিত হইল? যে স্বামীকে তুমি দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতে, আজ তাঁহার চক্ষু গিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এত হেয় জ্ঞান করিলে? ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী নিজ চক্ষু বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতেন। এই কি তোমার উচিত?

গিরিবালা স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক যুবকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিবার সময় যুবকের চর্ম্মপাদুকা চৌকাঠে লাগিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দ কেশবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কেশ-বের মনে হইল, যেন তাঁহার হৃদয় পাদুকার দ্বারা আহত হইল। তিনি আবার গিরিবালাকে ডাকিয়া কিসের শব্দ হইল জিজ্ঞাসিলেন। গিরিবালা উত্তর করিলেন, "কৈ শব্দ হলো?"

কেশব আবার মৌনাবলম্বন করিয়া বসিলেন। গিরিবালা যুবকের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহার সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশব ভাবিলেন, চাকর প্রকাশ্যরূপে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল; আবার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রকাশ্য-ভাবে প্রবেশ করিবে।

গিরিবালা যুবককে লইয়া অনেকক্ষণ পরে পুনরায় বাহিরে আসিলেন। যুবককে কহিলেন, “এই বেলা যাও। নৈলে প্রকাশ হয়ে পড়বে।” এই বলিয়া যুবককে লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বারদেশে গমন করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিবার সময় শব্দ হইল। কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেও?” গিরিবালা দেখিলেন আর গোপন করা যাইবে না, এজন্য কহিলেন, “চাকর ফিরে এলো কি না দেখতে গেছলাম।” এই কথা বলিতে বলিতে পুনরায় দ্বারদেশে শব্দ হইল। গিরিবালা গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। এবার চাকর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিল। কেশব মনে করিলেন, “এই প্রকাশ্যে প্রবেশ করিল।”

নবম পরিচ্ছেদ।

শয়ন-মন্দিরে।

"তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে।"

সূর্য্য অস্তমিত হইল। পৃথিবী গাঢ় তিমিরাবৃত হইল। তদপেক্ষা গাঢ়তর তিমির কেশবের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবীর সহিত মানব-হৃদয়ের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একতা আছে। অরুণোদয়ে কেবল পৃথিবী হাসেন এরূপ নহে। জীবলোক সমুদয় সূর্য্যালোকে প্রফুল্ল হয়। হাজার ভাবনা চিন্তা থাকিলেও রজনী অপেক্ষা দিবাভাগে মন নিরুদ্বেগ থাকে। যামিনী নিজে মলিন, সুতরাং সকলকেই মলিন করিতে পারিলেই সে ভাল থাকে।

রজনী আগমনে কেশবের হৃদয় যার পর নাই সন্তাপিত হইতে লাগিল। গিরিবালা রন্ধনাদি করিয়া কেশবকে আহার করিতে ডাকিলেন। কেশব, ক্ষুধা নাই বলিয়া, আহার করিলেন না।

অন্যান্য সকলে আহারাদি করিল। চাকর গিয়া নিজ স্থানে শয়ন করিল। গিরিবালা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। কেশব মনে করিলেন, গিরিবালা তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তিনি কহিলেন, "আজ আর বাতাস কোর্‌তে হবে না। আমার জ্বরভাব হয়েছে। গা শীত শীত কোর্‌ছে। তুমি শোও।"

গিরিবালা স্বামীর কপাল স্পর্শ করিলেন। হাত কেশবের কপালে জ্বলন্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর গিরিবালা শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

কেশব ক্ষণকাল শয়ন করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এরূপ স্ত্রীর সহিত কিরূপে সহবাস করিবেন? গিরিবালাকে তিনি বিষধর সর্প জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনেক্ষণ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন, "গিরিবালা! এই কি তোমার উচিত? তুমি এমন হবে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তাম না। আমি এক্ষণে অন্ধ হয়েছি, কোথায় তুমি আমায় অধিকতর যত্ন কোরবে, তা না করে তুমি আমায় ত্যাগ কোর্‌লে?" এতদূর

বলিয়া আর কেশব ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার উচ্ছ্বাসে গিরিবালার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি জাগ্রত হইয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন না দেখাইয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেশব কহিতে লাগিলেন, "গিরিবালা! ক্ষমা কর, তোমায় বৃথা দোষ দিয়েছি। এ দোষ তোমার নয়, এ আমার অদৃষ্ট-লিপি। তুমি ত আমাকে সে দিবস পোড়তে নিষেধ করেছিলে, আমি তোমার কথা না শুনে পোড়লাম। পড়ে চক্ষু-রত্ন হারালেম। আমার অদৃষ্ট যদি ভাল হতো, তা হলে চিরকাল তোমার কথা শুনে এসে, সে দিবস তোমার পরামর্শের বিপরীত আচরণ কোর্‌তাম না। আমার অদৃষ্ট ভাল হলে তুমিই বা কেন আমাকে ত্যাগ কোরবে! কিন্তু, গিরিবালা, তোমার চক্ষু যদি এরূপ হতো,তা হলে আমি কখন তোমাকে অনাদর কোরতাম না। কখন তোমাকে ত্যাগ করে অপর কাকেও বিবাহ কোরতাম না। গিরিবালা তোমার চক্ষু আছে বটে, কিন্তু তুমি আমার অন্তঃকরণ দেখ্‌তে পাচ্চ না। আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তোমা বিনে যে আমার

দেহে প্রাণ থাকিবে না, তা তুমি টের পাচ্চ না। তুমি বোল্‌বে, "কাণার ভালবাসায় আমার কাজ কি?" সত্য; কিন্তু গিরিবালা, তোমার অন্তঃকরণ যে মৃণাল অপেক্ষাও কোমল, তা তো আমি জানি। আমার ভালবাসার জন্য না হোক্‌, আমার অন্তঃ-করণের কষ্ট একবার দেখ্‌তে পেলে তুমি কখন আমাকে পরিত্যাগ কোর্‌তে পার্‌তে না। নিতান্ত পর হলেও তার কষ্ট সহ্য কোরতে পার না। আমার কষ্ট যে তোমার বরদাস্ত হতো, তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। গিরিবালা, এখনও ফের। তুমি যা কোরেছ, তা কোরেছ, আর আমাকে ত্যাগ কোরো না। সহস্র দোষে দোষী হলেও, গিরি-বালা, তুমি আমারই। একবার তুমি এইরূপ আদর কোরে আমাকে 'আমারই' বলে ডাক। তা হলে আমার সকল দুঃখ দূর হবে।"

এতদূর প্রকাশে বলিয়া কেশব চুপ করিলেন। গিরিবালার চক্ষে বারি বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ করিয়া কিছুই বল্লিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥"

সৌদামিনীর বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বামনদাস আনন্দসলিলে ভাসিতেছেন। রামকানাই দুঃখার্ণবে হাবু ডুবু খাইতেছেন। বামনদাসের উপর তাঁহার যার পর নাই রাগ হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতেছেন, "বামনদাসকে সেই ধম্মা দিতে হইল, তবে কিঞ্চিৎ আগে দিলেই হতো, তাহা হইলে আর আমার ক্ষতি হইত না।"

দিগম্বর সমস্ত দিবস বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত আছেন; ভগিনীপতির সহিত বসিয়া গল্প করিবার অবকাশ নাই। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ হইল; কল্য রাত্রে বিবাহ। রামকানাইয়ের পূর্ব্ব রাত্রি নিদ্রা হইল না। সৌদামিনী লাভ হইবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কিন্তু

কিছু পণ পাইবেন না ভাবিয়া আবার যার পর নাই দুঃখিত হইতে লাগিলেন। বামনদাসের উপরে তাঁহার রাগ,——তিনি কেন কিঞ্চিৎ অগ্রে ধন্না দিলেন না, এই তাঁহার দোষ।

বিবাহের দিন রামকানাই ও বামনদাস উভয়েই উপবাস করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দুই একটী করিয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের লগ্ন অনেক রাত্রে; সুতরাং সকলে বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প ও বরকে লইয়া নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষণকাল পরে রামকানাই কহিলেন, “দিগম্বর বাবু কোথায়?” বামনদাস কহিলেন, “কেন?” উত্তর করিলেন, “তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার ডেকে পাঠান।”

দিগম্বর বাটীর মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। রামকানাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আমি ডাক্‌ছি, তাতে দেরি!”

নিকটে একজন বসিয়াছিল। সে রামকানাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “দিগম্বর বাবু, শীঘ্র আসুন, শিশুপাল রাগ কোরেচেন।”

রামকানাই রাগত স্বরে কহিলেন, "আপনি কি বল্লেন ?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কিছু না।"

রামকানাই রাগত হইয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময়ে দিগম্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকানাই তাঁহাকে দেখিয়া কহি-লেন, 'এমন স্থানে আমি বিবাহ কোরতে চাই না। দুদণ্ড আমাকে সুস্থির থাকতে দেয় না।"

দিগম্বর কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ কর।" পরে রামকানাইকে কহিলেন, "মহাশয়, বিবাহের রাত্রে এমন ক'রে থাকে, আপনি ও সব কথায় কান দেন কেন ?"

রামকানাই কহিলেন, "আর এক কথা আছে, আমি ২০ টাকা পণ না পেলে বিবাহ কোরবো না।"

দিগম্বর কহিলেন, "সে কি মহাশয়! আপ-নিতো আগে এমন কথা বলেন নি!"

রাম। কখন্ বলিনি ? আমাকে কে জিজ্ঞাসা কল্লে ?

ইতিপূর্ব্বে বামনদাসের সহিত, রামকানাইয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি রামকানাই বিবাহের সময়

কোন ছলে কিছু লইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

দিগম্বর কহিলেন, "বামনদাস বাবু বলেছেন, আপনি পণ নেবেন না। কেমন বামনদাস বাবু, আপনি এ কথা বলেন নি?"

বামনদাস নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ——না। তাই বটে——তাওতো নয়। কুলীনের ছেলে বিবাহের সময় কিছু পেয়ে থাকে।"

দিগম্বর কহিলেন, "এ আপনার বড় অন্যায়।"

বামনদাস কহিলেন, "যাক্ যাক্, সে সব কথা এখন যাক্——পরে হবে। এখন তুমি এঁর কুটুম্ব হলে, দশ পাঁচ টাকা চাইলে কি তুমি দেবে না?"

দিগম্বর কহিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। রামকানাইকে যদি মেয়েই দি, তবে কি আর দু চার টাকা চাইলে পাবেন না?"

দিগম্বরের কথার ভাবে বোধ হইল যে, এখনও কন্যাদান পক্ষেই বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তখন বামনদাস ও রামকানাই কহিলেন, "সে কেমন কথা।"

দিগম্বর কহিলেন, “২০ টাকা না পেলে তো উনি আর বিবাহ কোরবেন না, তাই বলছিলাম।” দিগম্বরের কথা শুনিয়া রামকানাইয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন, টাকা চেয়ে ভাল কর্ম্ম করি নাই।

এমন সময়ে বাটীর অভ্যন্তরে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি হইল। বামনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “লগ্নের সময় হলো না কি?”

স্বরভঙ্গির সহিত দিগম্বর উত্তর করিলেন, “হাঁ বিবাহ হইল।”

বামনদাস ও রামকানাই উভয়েই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার মানে কি?”

দিগম্বর কহিলেন, “তার মানে আবার কি? বিবাহ হইল, এ কথার আবার কি অর্থ হয়ে থাকে!” এই বলিয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন, “আপনারা গাত্রোত্থান করুন, আহারের উদ্যোগ হয়েছে।”

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রতিবাসী, তাহারা সকলেই এ ব্যাপার পূর্ব্বাবধি অবগত ছিল, সুতরাং কেহ আর এ কথায় চমৎকৃত হইল না। প্রত্যে-

কেই উঠিয়া যাইবার সময়ে রামকানাইয়ের কান মলিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। রামকানাই উচ্চৈঃ-স্বরে, "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই কোম্পানি সাহেবের,' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

বামনদাস কহিলেন, "রামকানাই একটু স্থির হও, ব্যাপারটা কি শুনি।"

বামনদাস যতই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ততই রামকানাই "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, আমার জাত মারলে, আমার কান ছিঁড়লে," বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগম্বর বামনদাসের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা শুন্তে চাও, কি দেখ্তে চাও?"

বামনদাস কহিলেন, "শুন্তেও চাই, দেখ্তেও চাই।"

"তবে আমার সঙ্গে এসো।" এই বলিয়া দিগম্বর বামনদাসকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। সেই সঙ্গে রামকানাইও গমন করিলেন। যে স্থলে বর কন্যা ছিল, দিগম্বর বামনদাসকে তথায় লইয়া

গিয়া বরকে কহিলেন, "ললিত, ইনি তোমার শ্বশুর, এঁকে প্রণাম কর।"

ললিত প্রণাম করিলেন। বামনদাস সরোষে কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ আর কি কোরবো, শীঘ্রই উচ্ছিন্ন যাও, এই আমার প্রার্থনা।

রামকানাই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরুক।"

দিগম্বর তাঁহাদিগের মুখে এতাদৃশ কথা শুনিয়া রাগতস্বরে কহিলেন, "বেরো তোরা আমার বাড়ী থেকে, যত বড় মুখ তত বড় কথা? আজ আনন্দের দিনে অমঙ্গলের কথা?" এই বলিয়া বামনদাসের বুকে হাত দিয়া ধাক্কা মারিলেন। বামনদাস সমস্ত দিবস অনাহারে; ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া রামকানাইয়ের উপর পড়িলেন। রামকানাই অমনি মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন, পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্লে, কে কোথায় আছ রক্ষা কর। আমার সর্ব্বস্ব লুঠে নিলে। আমার টাকা কড়ি সব নিলে। কে কোথায় আছ রকা কর। দোহাই মেজেষ্টর সাহে-বের, দোহাই কোম্পানী সাহেবের।"

এই চীৎকার শুনিয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। বামনদাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমরা সব দেখ, আমার হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি এখনই থানায় যাব।"

রামকানাই কহিলেন, "তোমারা সব দেখ, আমার নগদ টাকা ছিল, আর পাঁচ থান মোহর ছিল, সব লুঠে নিলে। আমি এর জন্য লাট সাহেবের কাছে যেতে হয়, তাও যাব।" দিগম্বর কহিলেন, "যা তোরা কোথায় যাবি যা। এখানে গোলমাল কোরলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।" এই বলিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

"কিমপি মনসো সম্মোহো মে তদা বলবান্ অভূৎ।"

সৌদামিনীর বিবাহে গিরিবালার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিবাহ সমাধা হইবামাত্র তিনি নিজ বাটীতে আগমন পূর্ব্বক কেশবের নিকট গমন করিলেন। কেশব নিজের শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। গিরিবালা কহিলেন, "তোমাকে যদি একটী সুসমাচার দিতে পারি, তবে আমাকে কি দাও?"

কেশব কহিলেন, "কেও, গিরিবালা! কি সুসমাচার?"

গিরিবালা কহিলেন, "আগে আমাকে কি দিবে বল?"

"এ অন্ধের আর অদেয় কি আছে?"

"আমি তা শুন্তে চাইনে। তুমি একটু হাঁস্‌বে কি না? আর আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা কোর্‌বে কি না?"

কেশব গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "অন্ধের রাগে তোমার কি হবে?"

"তবে তুমি কিছু দেবে না—আমি অমনিই বলি। সৌদামিনীর সঙ্গে ললিতের বিবাহ হয়েছে।"

"সে কি? রামকানাইয়ের কি হলো?"

"তার শিশুপালের বিবাহ হয়েছে।"

কেশব চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বিষয়টা কি সমস্ত ভেঙ্গেই বল।"

গিরিবালা কহিলেন, "রামকানাইকে দেখে অবধি সুদামের মা প্রতিজ্ঞা কোরলেন, তার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। তাই শুনে আর বামনদাস নায়ও না খায়ও না, বোল্‌লে অনাহারে প্রাণত্যাগ কোরবে। সৌদামিনীর মা কি করেন? তাঁকে বল্লেন, রামকানাইকে কন্যা দিবেন। এ দিকে গোপনে ললিতকে এখানে আস্‌তে পত্র লিখ্‌লেন। ললিত পত্র পেয়ে এল, এসে আমাকে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ কোর্‌লে যেন তুমি এ কথা শুন্‌তে না পাও। আমি কত বোল্লাম, তোমাকে বলায় কোন ক্ষতি নাই, তবু সে শুন্‌লে না।

এম্নি দুই এক দিন আস্তে দাসী তাকে দেখ্তে পেলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর বোলে চিন্তে পারলে না। সে মনে কোর্লে, চাকরই বুঝি গোপনে বাহির হয়ে যাচ্চে। এই মনে ক'রে তার মনে সন্দেহ হ'লে আমাকে মন্দ কথা বল্লে।

সেই জন্য তাকে বিদায় করে দিলাম। যাবার সময় বুঝি তোমাকে কিছু ব'লে গিয়ে থাক্‌বে, তাই তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে। সে দিন রাত্রে তোমার কথা শুনে আমি জান্তে পার্লাম। আমি তখনই তোমাকে সব কথা কইতাম, কিন্তু ললিত দিব্য দিয়েছিল ব'লেই বলি নাই। আমি কি তোমাকে ত্যাগ কোরতে পারি? তোমার মতন—"

কেশব এতদূর শুনিয়া গিরিবালার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। গিরিবালা! আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর।"

গিরিবালা কহিলেন, "তোমাকে আমি ক্ষমা কোরব? তুমি আমাকে এই ক্ষমা কর যে, ললিতের কথা কথা শুনে, আমি এতদিন তোমার নিকট এ বিষয় গোপন ক'রে রেখেছি। আমার বড় কঠিন প্রাণ যে, তোমার এই ক দিনের কষ্ট দেখেও আমি

গুপ্ত কথা প্রকাশ করি নাই। তোমার স্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক, আমি তোমার দাসী হওয়ারও যোগ্য নই।”

পূর্ব্ববৎ গিরিবালার হস্তাকর্ষণ করিয়া কেশব কহিলেন, “তোমার দোষ কি? তোমাকে দিব্য দিয়ে বলেছিল, তাই তুমি এ কথা বল নাই। দোষ দুজনেরই। আমি যে দাসীর কথা শুনে তোমাকে কলঙ্কিনী মনে করেছি, এই আমার ঘোরতর অপ-রাধ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।” এই বলিয়া কেশব ও গিরিবালা উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

সুখ ও দুঃখ।

নিত্যানন্দের পুত্রের নাম রামহরি—উভয়েরি চিত্রকরের ব্যবসায়; নিত্যানন্দ যেরূপ দুর্গোৎসবের চাল চিত্র করিত, এরূপ আর কেহ পারিত না, কিন্তু পূজার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাহার কাজ জুটিত না—সুতরাং অন্নকষ্টও ঘুচিত না। রামহরি বিশ্বকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশকর্ম্মা; চাল চিত্র ছোট কাজ বলিয়া রামহরি তাহা করিত না; রামহরি পট প্রস্তুত করিত—বউ বসিয়া মাছ কুটিতেছে, ফুলবাবু আলবোলায় তামাক খাইতেছে, ইত্যাদি চিত্রকার্য্যই রামহরি ভালবাসে! এতদ্ভিন্ন রামহরি গাছ পালা জীবজন্তু ইত্যাদি আঁকিত; দোষের মধ্যে চিত্রের নিম্নভাগে গাছের নাম কিম্বা জন্তুর নাম না লেখা থাকিলে কেহই টের পাইত না যে, এ গাছটী বা জন্তুটী কি? রামহরি হয়তো গোলাপফুলের একটী একটী পাপড়ী এক এক পৃথক্ রঙ্গে রঞ্জিত রাখিয়াছে; লোকে যদি বলে

এরূপ করা ভাল হয় নাই, রামহরি হাসিয়া উড়াইয়া দেয়! রামহরি আর্ট ইস্কুলে পড়িয়াছিল! সেখানে শিখিয়াছিল কারপেট আসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে সমস্ত এক রং হইলে ভাল হয় না, অতএব গোলাপফুলে সমস্ত দল এক রঙ্গের হইলে কেন ভাল হইবে? এটা সুতরাং রামহরির দোষ নহে! সে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাই করিতেছে। যদি ইহাতে কাহারও দোষ থাকে, সে প্রকৃতির! প্রকৃতি কেন লেখা পড়া শেখেন নাই? সমস্ত ঘাস কেন সবুজ হইবে? জবাফুলের কেন সমস্ত দলগুলি লাল হইবে? বেলফুলের কেন সমস্তই সাদা হইবে? প্রকৃতিতে এরূপ আছে, কিন্তু রামহরি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পড়িয়াছে! সে কেন প্রকৃতির নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে? সঙ্ক্ষেপতঃ রামহরি যেরূপ চিত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহই ভাল বলিত না! সুতরাং রাশি রাশি পট ঘরে জমিয়া গেল, কেহই কেনে না। রামহরির মনে সংস্কার এই যে, একবার একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাইবে! ইহাতে তাহার কিছু-

মাত্র সন্দেহ ছিল না। যদিও রামহরির পিতার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু বুড়ো কষ্টেশ্রেষ্ঠে যে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই রামহরির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে; তাহার পট কেহ খরিদ করুক আর না করুক, তাহাতে তাহার দৃক্পাত নাই; মনের হরষে যাহা ইচ্ছা, তাহাই চিত্র করিতেছে এবং বিক্রয় হইতেছে না বলিয়া সমস্তই জমা করিয়া রাখিতেছে; এক দিন না এক দিন অবশ্যই বিক্রয় হইবে।

নিত্যানন্দের সঞ্চিত টাকা গুলি না ফুরাইতে ফুরাইতে রামহরির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল; নিজের পরমায়ু ও অপরের ধন কেহ কম দেখে না! কন্যা সুখে থাকিবে বলিয়া রামহরির স্বজাতীয় একজন মুদী নিজকন্যা রামহরিকে দান করিল; রামহরি বিবাহ করিয়া পরম সুখী হইল; অল্প-দিনের মধ্যেই রামহরি পুন্নাম নরকত্রাতার মুখাব-লোকন করিল এবং তদ্দর্শনে যারপরনাই সুখী হইল।

এদিকে বাপের সঞ্চিত টাকাগুলি ফুরাইয়া আসিল; এমন কি, পুত্রকে দুগ্ধ কিনিয়া দিবে

এরূপ কিছু রহিল না। নিজে যাহা কিছু চিত্র করে, তাহা বিক্রয় হয় না ; অবহেলা করিয়া চাল-চিত্রের কাজ শেখে নাই, সুতরাং পূজার সময়ও কিছু পায় না। কি করে, শ্বশুরের মুদীখানার দোকান হইতে চাল ডাল ধারে খরিদ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুর মনে করিল, সত্বরই টাকা পাওয়া যাইবে—কতক সেই জন্য, কতক নিজের কন্যার খাতিরে সে ধার দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যখন দেখিল টাকা পাইবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন সেও ধার বন্ধ করিল।

এ দিকে যত অন্নকষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, রামহরির স্ত্রী ততই স্বামীকে গঞ্জনা দিতে লাগিল। যে স্বামী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল, তাহাকে দেখিলে পুঁটী (রামহরির স্ত্রীর নাম পুঁটী) এক্ষণে শতমুখী (ঝাঁটা) লইয়া আইসে! রামহরির ঘরে থাকিবার যো নাই—বাহিরেও যাইতে পারে না! রাস্তায় দেখিলেই পাঁচ শ পাওনাদার আসিয়া রামহরিকে ধরিয়া ফেলে! রামহরি কি করে ভাবিয়া পায় না ; সর্ব্বদুঃখনিবারিণী সুরাই এক্ষণে তাহার একমাত্র অবলম্বন হইল। আজ কাপড়

খানি, কাল পুরাতন বাক্সটা ইত্যাদি গৃহে যাহা ছিল, একে একে বিক্রয় করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। এক দিবস একখানি র‍্যাপার বিক্রয় করিয়া অন্যান্য দিবসাপেক্ষা অধিক পয়সা পাইল, সুতরাং অধিক মদও খরিদ করিতে পারিল? রামহরি সমস্ত একেবারে সেবন করিয়া বাটী আসিল। এস্থলে বলা উচিত যে, প্রথম প্রথম রামহরির স্ত্রী খালি শতমুখী দেখাইত মাত্র, কিন্তু ইদানি শতমুখী প্রহার করিতে শিখিয়াছে। রামহরি অকাতরে সুরেশ্বরীর বরে সমস্ত বরদাস্ত করিয়া থাকে।

অদ্য র‍্যাপার বেচিয়া মদ্যপান করিয়া আসিয়াই চিত্র করিতে বসিল। এমন সময় সে দেখিল, একখানি থালায় করিয়া এক থালা সন্দেশ ও তাহার উপর একখানি কাপড় লইয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া 'রামহরি বাবু, রামহরি বাবু' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রামহরি দরজা খুলিয়া সন্দেশ-থালাটী ও কাপড়খানি লইল। রামহরি জানিত এ তত্ত্ব তাহার জন্য আইসে নাই, রাস্তার অপর পারের রামহরি দত্তের জন্য আসিয়াছে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ না

করিয়া বৃদ্ধাকে কহিল,"একটু পরে এসে থালা নিয়ে যেও।" বৃদ্ধা চলিয়া গেল। রামহরি উদর পূরিয়া সন্দেশ খাইয়া থালাখানি লইয়া মদের দোকানে গেল। দোকানদার থালার পরিবর্ত্তে মদ দিতে চাহিল। রামহরির অদ্য আর মদের প্রয়োজন নাই, সে থালার পরিবর্ত্তে টাকা চাহিল। দোকানদার তখন একটী সিকি রামহরির হাতে দিল। রামহরি চারি আনা লইবে না, দোকানদারও অধিক দিবে না, তখন রামহরি থালা ফিরিয়া চাহিল। দোকান-দার কহিল, "যদি থালা ফিরিয়া চাও, তবে কনষ্টে-বল্ ডাকিয়া ধরাইয়া দিব।" রামহরি কি করে, অগত্যা সেই সিকি লইয়া গেল, কিন্তু বাটী না আসিয়া এক পেরমারার দোকানে প্রবেশ করিল। যখন অবস্থা ভাল ছিল, তখন রামহরি মধ্যে মধ্যে এ আড্ডায় আসিত।

অদ্য রামহরির গ্রহ এরূপ সুপ্রসন্ন যে একঘণ্টার মধ্যেই সেই চারি আনায় ৪০৲ টাকা পাইল! তখন রামহরি ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু যাহাদিগের সহিত খেলিতেছিল, তাহারা আসিতে দিল না; সুতরাং রামহরি খেলায় বসিল—রামহরির

গ্রহ পূর্ব্ববৎ সুপ্রসন্ন—রামহরি যে তাস ধরে, তাহাতেই রামহরির জিত হয় ; উঠিয়া আসিতে চাহিলে আসিতে দেয় না ; এরূপে সমস্ত রাত কাটিয়া গেল ; প্রাতঃকালে গণনা করিয়া দেখিল, রামহরির ৪০০৲ টাকা জিত হইয়াছে !

রামহরি আর যে যে কুকর্ম্ম করুক কিন্তু কখনও চুরি করে নাই; সুতরাং পরদিবস রামহরির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অপর টাকা গুলি প্রথমতঃ সাবধান করিয়া রাখিয়া দুইটী টাকা ট্যাঁকে করিয়া সেই মদের দোকানে গিয়া কহিল, "তোমার পয়সা নাও, আমার থালা ফিরিয়া দাও।" দোকানদার দিতে চাহে না। রামহরি এক টাকা পর্য্যন্ত উঠিল, দোকানদার তাহাতেও থালা ফিরাইয়া দেয় না। থালাখানি রূপার, রামহরি পূর্ব্বদিবস মত্ত থাকায় তাহা টের পায় নাই, কিন্তু দোকানদার তাহা জানিতে পারিয়াছে, এই জন্যই সে ফিরাইয়া দিতে অসম্মত! রামহরি উপায়ান্তর না পাইয়া কনষ্টেবল ডাকিতে প্রস্তুত হইল। কহিল, সে নেসার ঘোরে এক কাজ করিয়াছে, এক্ষণে যাহার জিনিষ, তাহাকে দিতে প্রস্তুত আছে এবং

তজ্জন্য ৪ গুণ দাম দিতে চাহিতেছে; দোকানদার তখন ভয় পাইয়া রামহরির থালা ফেরত দিল; রামহরি থালাখানি রূপার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু রূপার থালা দেখিয়াও রামহরির মনে লোভ হইল না; সে থালাখানি লইয়া যাহার থালা, তাহাকে দিল; কহিল ভ্রমক্রমে সে তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; কাপড়খানিও ফেরত দিল; যাহার থালা, সে অনায়াসেই রামহরির কথা বিশ্বাস করিল।

রাত্রি হইলে রামহরি পুনরায় খেলার আড্ডায় গেল এবং পুনরায় বিস্তর টাকা জিতিল! এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই রামহরি একজন বিলক্ষণ ধনবান্ লোক হইল—উত্তম বাটী প্রস্তুত করিল এবং স্ত্রীর গায়ে ধরে না এত অলঙ্কার দিল; দাসদাসী হইল, গাড়ি ঘোড়া হইল; রামহরির বাড়ীতে এখন কত লোক যাতায়াত করিতে লাগিল; অনেকেরি মনে ধারণা এই যে, রামহরি পোঁতা টাকা পাইয়াছে! কেহ কেহ বলে, রামহরি রাত্রিতে চুরি করে! দু একজন রামহরির বাটীতে রাত্রে আসিয়া রামহরির দেখা পায় নাই! ইহাদিগের মনে গাঢ় সংস্কার, রামহরি নিশ্চয় চুরি করে! যে যাহাই

বলুক, রামহরির খাতিরের ত্রুটি নাই! অর্থের এমনি গুণ, যেরূপে ঘরে আসুক না, একবার আসিলে তাহার মর্য্যাদা কোথাও যায় না! রামহরির স্ত্রী আবার মিষ্টভাষিণী হইল এবং রামহরিও পত্নী-বৎসল হইল! এমন কি পাড়ায় দাম্পত্য প্রণয়ের কথা উপস্থিত হইলে সকলেই রামহরি ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিত! কিন্তু পৃথিবীর কোন দ্রব্যই চিরস্থায়ী নহে, সুখ কেন চিরস্থায়ী হইবে? রামহরির ধনের কথা ক্রমে ক্রমে পুলিসের কর্ণ-গোচর হইল; রামহরি জানিতে না পারে, এরূপ ছদ্মবেশে রামহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলিসের লোক ফিরিতে লাগিল; কিন্তু এখন রামহরি আর তত খেলার আড্ডায় যায় না, কারণ রামহরির সহিত কেহ খেলিতে চায় না, রামহরির এতই জিত হয়! মাঝে মাঝে বড় খেলয়াড় আসিলে ডাক পড়ে!

এইরূপ একদিবস একজন বড় খেলয়াড় আসিলে রামহরির ডাক হইল; রামহরি সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া খেলিতে যাইতেছে—দুজন কনষ্টেবল রামহরির অজ্ঞাতসারে তাহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ চলিল! রামহরি খেলার আড্ডায় প্রবিষ্ট হইলে আর দুজন কনষ্টেবল্ আসিয়া জুটিল; একুনে চারিজন হইল; ইহার দুইজন দ্বারে রহিল, আর দুজন গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। খেলিবার সময় রামহরি দ্বারের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল; কনষ্টেবল দুইজন প্রবেশ করিবা মাত্র অগ্রে রামহরি টের পাইল; সে তাস ফেলিয়া পালাইল! কনষ্টেবলেরা মনে করিল, দ্বারে যে দুজন কনষ্টেবল আছে, তাহারা তাহাকে ধরিবে, এই ভাবিয়া আর তিন জনকে তাহারা ধৃত করিল; কিন্তু খেলার আড্ডার ঘরে প্রবেশ করিবার আর একটী গুপ্ত দ্বার ছিল, রামহরিকে সেই দিকে যাইতে দেখিয়া একজন কনষ্টেবল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল! কিন্তু রামহরিকে ধরিতে পারিল না। যখন দেখিল আর দৌড়ান বৃথা, তখন কনষ্টেবল তাহার নিজের হাতের ব্যাটন (Baton) রামহরির পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল! রামহরি বেদনায় চক্ষু মেলিয়া দেখিল, কোথায় বা কনষ্টেবল আর কোথায় বা কি! তাহার স্ত্রী তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া শতমুখী প্রহার করিতেছে!

"সর্ব্বনেশে, লক্ষ্মীছাড়া, তুমি কাজ ফেলে ঘুমুচ্ছো? কি খাবে তার ঠিক নেই, ঘরে চাল নেই, তবু মদ না খেলে হয় না?" নয়ন উন্মীলন মাত্র এই কথা তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় রামহরির আর কোনই সন্দেহ রহিল না। সুরা সেবন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় যে রামহরি স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না।

পাঠককে বলা বাহুল্য যে রামহরি নেসার ঘোরে নিদ্রিত হইয়া এ সমস্ত সুখ স্বপ্নেই উপভোগ করিতেছিল।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই—বস্তুতঃ সকল সুখ দুঃখই স্বপ্নবৎ; এই স্বপ্ন কাহারও অল্পক্ষণ স্থায়ী, কাহারও অধিকক্ষণ স্থায়ী। মরিতে সকলকেই হইবে, তখন আর এ জগতের সুখ বা দুঃখ কাহারও সঙ্গে যাইবে না। ধনী কি দীন, রাজা কি প্রজা, তখন সকলেরি স্ব স্ব সুখ দুঃখ স্বপ্নবৎ বোধ হইবে।

সম্পূর্ণ।

নিধিরাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধন মোদকের পুত্র নিধিরাম মোদক। নিধিরাম, গোবর্দ্ধন ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর একমাত্র সন্তান, সুতরাং আজন্ম যৎপরোনাস্তি সমাদরে লালিত পালিত। গোবর্দ্ধনের একখানি সন্দেশ মিঠাইয়ের দোকান ছিল, তাহাতেই তাহার ও তাহার স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ চলিত। নিজে চিরকাল কষ্ট পাইয়াছে, তাহাতে গোবর্দ্ধনের দুঃখ নাই, কিন্তু প্রাণাধিক পুত্র যে কষ্ট পাইবে, ইহা তাহার সহ্য হইবে না, এজন্য আপনার যৎসামান্য উপার্জ্জন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিধিরামের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বাঁচাইয়া রাখিত। বড় হইলে নিধিরামকে ইস্কুলে ইংরাজি শিখাইবে, ইহাই গোবর্দ্ধনের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইস্কুলে দিলেই যে নিধিরাম অচিরে বিদ্বান হইবে, মোদক দম্পতী তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছে। নিধিরাম

যখন নয় দশ মাস বয়সে "উঁ আঁ" ইত্যাদি রব শিখিল, তখন নিধিরামের মাতা পুত্রকে লইয়া গোবর্দ্ধনের ক্রোড়ে দিয়া কহিল, "ঐ শোন, তোমাকে ডাকছে।" নিধিরাম হামাগুড়ি দিয়া খেলনা ধরিতে শিখিলে, নিধিরামের মাতা কহিল, "দেখেছ ছেলের কেমন বুদ্ধি হয়েছে।" পরে নিধিরাম যত বড় হইতে লাগিল, ততই অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। মোদক দম্পতীর প্রথমত আহ্লাদ, পরে ভয় উপস্থিত হইল। পাছে অতিশয় বুদ্ধির প্রকোপে নিধিরাম অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হয়। যখন নিধিরাম পঞ্চম বর্ষ প্রাপ্ত হইল, তখন যথা বিহিত বিধানে পাঠশালায় তাহার হাতেখড়ি দেওয়া হইল। দু মাস ছ মাস যায়, নিধিরাম ক, খ, শিখিতে পারে না। ইহাতে গোবর্দ্ধন ভীত না হইয়া আহ্লাদিত হইল। বুঝিতে পারিল যে নিধিরামের মৃত্যুর আশঙ্কা অন্তত কতকটা অমূলক। কিন্তু যখন নিধিরাম ৩।৪ বৎসর পাঠশালায় কাটাইল, অথচ নিজের নাম বানান করিতে শিখিল না, তখন গুরু-মহাশয়ের আশঙ্কা হইল, পাছে নিধিরাম অমর

হইয়া পড়ে ও অনন্তকাল অন্নকষ্ট পায়। যদি বুদ্ধি হইলে অল্প বয়সে মরা সঙ্গত হয়, তবে বুদ্ধি না থাকিলে যে অমর হইবে, ইহাতে অসঙ্গত কি? যাহাহউক এ আশঙ্কাও আর দুই এক বৎসরের মধ্যে দূর হইয়া গেল। নিজের নাম দূরে থাকুক, নিধিরাম তাহার বাপের নাম পর্য্যন্ত বানান করিতে শিখিল। গোবর্দ্ধনের বিদ্যার দৌড়ও ঐ পর্য্যন্ত —অর্থাৎ নাম লেখা ও কে ক পয়সার মিঠাই ধার লইল, তাহার অঙ্ক ফেলা। ইহার ওধারে যে আর বাঙ্গালা বিদ্যা আছে, তাহা গোবর্দ্ধনের ধারণা নাই। আর যদিও এরূপ অসম্ভব ব্যাপার থাকে, তাহাতে গোবর্দ্ধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং নিধিরামেরও তাহাতে দরকার নাই। এইরূপ তর্ক স্থির করিয়া ও সহধর্ম্মিণীর মত লইয়া গোবর্দ্ধন নিধিরামকে ভবানীপুরের পাদরী সাহেবদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

পাঠশালায় যেরূপ নিধিরামের বুদ্ধি ঘুরিত, স্কুলেও সেইরূপ ঘুরিতে লাগিল। যে শ্রেণীতে যায়, সেই শ্রেণীতেই ঘোরে, কখন দ্বারের বাহিরে যায় না, সুতরাং নিধিরামও সেই শ্রেণীতে থাকে।

এইরূপ দুই তিন বৎসর এক এক শ্রেণীতে থাকিয়া নিধিরাম চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল। নিধিরামের সমপাঠীরা কিন্তু এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইতেছে। নিধিরাম যখন পাঠশালায় ছিল, তখন গোবর্দ্ধন মাঝে মাঝে তাহাকে দু'একটা লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু ইস্কুলে যাওয়া অবধি নিধিরাম সে উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। নিধিরাম আর গোবর্দ্ধনের বিদ্যার আয়ত্বাধীন নহে। সূতা, হেয়ার-ব্রুস্, পমেটম ইত্যাদি যোগানই এখন অবধি গোবর্দ্ধনের পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে একমাত্র কার্য্য রহিল। নিধিরাম অনেক দিন হইতে তেল মাখা ক্ষান্ত দিয়াছে। গোবর্দ্ধনকে বুঝাইয়া দিয়াছে, তেল মাখিলে মগজ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধিও হয় না। এত আদরের ছেলে একটু পমেটম অভাবে মূর্খ হইবে, ইহা কি প্রকারে গোবর্দ্ধনের প্রাণে সয়? সুতরাং নিধিরাম যখন যাহা চায়, ভিক্ষা করিয়া হউক, কর্জ্জ করিয়া হউক, গোবর্দ্ধন আনিয়া যোগায়। কিন্তু অনেক কচ্লাইলে লেবু তিক্ত হয়, নিধিরাম এটা বুঝিত না। এক দিবস হাতে পয়স,

নাই, এমন সময় নিধিরাম এক ফর্‌মাইস্‌ করিল। গোবর্দ্ধন বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোর সঙ্গে একত্তর যারা পড়্‌তো, তারা এখন জলপানি পাচ্চে, তুই পাস্‌ না কেন?"

নিধি। "তা কি তুমি ব'ল্লে বুঝ্‌বে? ওদের পড়া সব কাঁচা হয়ে আছে, এক বছরের বেশী এক কেলাসে থাকে না। আমি যা শিখ্‌ছি, সব পাকা হচ্ছে। ওদের জলপানি এক বছর কি জোর দু বছর থাক্‌বে, আর আমি যখন জলপানি পাব, তখন ১০ বছর ক্রমাগতই পাব। সাধে কি আমি এক এক কেলাসে দুই তিন বছর থাকি? যত দিন পড়া পাকা না হয়, তত দিন আমি কোন কেলাস ছাড়ি না।"

গোবর্দ্ধন ভাবিল, তাই বা হবে। সুতরাং আর কিছু বলে না। নিধিরাম এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক। যাহাদের সঙ্গে পড়িতে হয়, তাহারা সকলেই নিধিরামের দশ বার বৎসরের ছোট, সুতরাং তাহাদিগের সহিত পড়িতে নিধিরামের লজ্জা হইতে লাগিল। এজন্য পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া নিধিরাম বিদ্যালয় ত্যাগ করিল। কিন্তু তথাপি

রোজ দশটার সময় আহারাদি করিয়া আপনার পুস্তকাদি লইয়া নিধিরাম ভবানীপুর আইসে। দিন কতক এইরূপ করিতে করিতে সঙ্গদোষে নিধিরাম একটু সুরাপান শিক্ষা করিল। কিন্তু সুরাপান ব্যয়সাপেক্ষ। পরে কয় দিন খাওয়াইবে? ক্রমে নিধিরামের দশ বার টাকা দেনা হইয়া পড়িল, কোথা হইতে সে দেনা পরিশোধ হইবে ভাবিয়া পায় না। অনেক চিন্তা করিয়া নিধিরাম এক দিবস বাপের নিকট গিয়া কহিল, "এত দিনের পর আমার পড়া পাকা হয়েছে, এখন পোনর টাকা খরচ করিতে পারিলেই আমিও জলপানি পাব। এই পোনর টাকা কালই চাই।"

গোবর্দ্ধনের গৃহে সে দিবস অন্ন নাই। জনে জনে খরিদারদিগের বাটী গিয়াছে, কোন স্থানে কিছু পায় নাই। বাটী আসিয়া রাগভরে হুঁকা টানিতেছে। নিধিরাম তাহার উপর অর্থ চাওয়ায়, গোবর্দ্ধন রাগ করিয়া কহিল, "আমি তোর পাকান বিদ্যেও চাইনে, তোর জলপানিও চাইনে। তোর খরচ যুগিয়ে যুগিয়ে আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়েছে। এতদিন যদি তোকে মিঠাই তৈয়ার করিতে শিখাই-

তাম, তা হলে একটা কাজ হ'ত। যা তুই আমার বাড়ী থেকে যা। আমার বাড়ীতে তুই আজ অবধি ঢুক্‌তে পাবি নে।”

নিধিরাম এরূপ উত্তর পাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। মনে করিয়াছিল, টাকা পাইবেই পাইবে। তবে, হয় এক দিন বিলম্ব হইতে পারে। সুতরাং এ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দেখিয়া তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি (যাহা কিছু ছিল) সমস্তই লোপ পাইল। আর কথা কহিতে না পারিয়া বাটীর অভ্যন্তরে তাহার মাতার নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিতা মাতা কখন এককালে সন্তানকে তিরস্কার করে না। একে তিরস্কার করিলে অপরে তিরস্কৃতের পক্ষ হয়। গোবর্দ্ধনের সহধর্ম্মিণী পুত্রের পক্ষ হইয়া স্বামীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। দম্পতীর কলহে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া বটে, কিন্তু গলা কার কত দূর উঠে, তাহা শাস্ত্রকারেরা নিরূপণ করিয়া যান নাই। আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গলা দশ গুণ উঠে। সুতরাং মোদকপত্নী যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন একজন চাপরাসী বাহির

হইতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিল,"এই কি গোবর্দ্ধন বাবুর বাড়ী ?" তাহা কাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। চাপরাসী উত্তর না পাইয়া অনাহূত হইয়াও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে মোদক-পত্নী অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। তখন চাপরাসী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি গোবর্দ্ধন বাবুর বাড়ী ?"

গোবর্দ্ধন অবাক্। এত কাল কেহ তাহাকে বাবু বলিয়া ডাকে নাই, সুতরাং সাহস করিয়া নিজ বাবু খ্যাতি লইতে অসমর্থ; এজন্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গোবর্দ্ধন বাবু ?"

চাপরাসী উত্তর করি, "জনার্দ্দন বাবুর ভাই।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন সাহসে ভর করিয়া কহিল, "আমিই গোবর্দ্ধন বাবু।"

এস্থলে পাঠককে বলিয়া দেওয়া উচিত, গোবর্দ্ধনের এক ভাই ছিল, তাহার নাম জনার্দ্দন। গোবর্দ্ধনের স্বজাতীয় কোন এক ধনী ব্যক্তি জনার্দ্দনকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করে। এই আখ্যায়িকার বর্ত্তমান ঘটনার দিন কয়েক পূর্ব্বে জনার্দ্দনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে জনার্দ্দন উইল করিয়া

গোবৰ্দ্ধনকে মাসে এক হাজর টাকা ও সাম্বৎসরিক দুই শত টাকা আয়ের ভূমি-সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে। সেই উইলের সম্বাদ-সম্বলিত পত্র লইয়া চাপরাসী আসিয়াছে।

গোবৰ্দ্ধন "আমিই গোবৰ্দ্ধন বাবু' বলায়, চাপ-রাসীর নিকট এক খানি পত্র ছিল, সে সেই পত্র খানি গোবৰ্দ্ধনের হস্তে দিল।

গোবৰ্দ্ধন ও নিধিরাম উভয়ে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়া পত্র খানি পড়িল। পত্রের মর্ম্ম এই; জনার্দ্দন মাসে ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছে ও দুই শত টাকা আয়ের ভূমি-সম্পত্তি দিয়াছে। টাকা যখন প্রয়োজন, তখনি লোক পাঠা-ইলে পাওয়া যাইবে আর ভূমি-সম্পত্তি দখল করিলেই হইল।

পত্র প্রাপ্ত মাত্র গোবৰ্দ্ধন লোক পাঠাইয়া দিয়া টাকা আনিল। টাকা আনিলে তর্ক উপস্থিত হইল, এ টাকায় কি করা উচিত? গোবৰ্দ্ধনের মত, তাহার নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করিয়া প্রশস্ত ভাবে তাহার নিজের ব্যবসায় চালায়। গোবৰ্দ্ধনের স্ত্রীর মত টাকাগুলি ব্যয় করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়,

তাহা হইলে টাকাকে টাকা বজায় থাকিবে, যখন প্রয়োজন, তখনি বন্দক দেওয়া বা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। নিধিরামের মত, নগদ টাকায় একটা বাড়ী খরিদ করা উচিত এবং ভূমি-সম্পত্তির আয়ে ভরণ পোষণ চালান কর্ত্তব্য, আর ময়রার ব্যবসায় একবারে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নিধিরাম উপযুক্ত পুত্র বলিয়া তাহার কথাই সকলের গ্রাহ্য হইল। পরে, বাড়ী কোথায় খরিদ করা উচিত, এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় নিধিরামের মতে স্থির হইল যে, যেখানে কেহ না জানিতে পারিবে যে, গোবর্দ্ধনের কি ব্যবসায় ছিল।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, চানকে বাড়ী খরিদ করা উচিত এবং নিধিরাম আট শত টাকা লইয়া চানকে বাটী খরিদ করিতে গমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিধিরাম বাটী খরিদার্থ চানক আসিয়াছে। বাজারে এক দোকানে বাসা করিয়া নিত্য নিত্য বাটীর অনুসন্ধান করে, বৈকালে পার্কে বেড়াইতে যায়। এক দিবস অপরাহ্লে পার্কে বেড়াইতেছে, এমন সময় একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষের বয়ঃক্রম আন্দাজ ত্রিশ বৎসর এবং কামিনীর কুড়ি, বাইস বৎসর। নিধিরাম আট শত টাকার নোট, কোন স্থানে রাখিতে সাহস না হওয়ায়, সর্ব্বদা নিজের পকেটে লইয়া ফেরে। এবং পকেট হইতে কেহ পাছে চুরি করে, এই ভয়ে সর্ব্বদা পকেটের মধ্যে, নিজ হস্তদ্বয় রাখিয়া সতর্কভাবে ভ্রমণ করে। হঠাৎ উপরিউক্ত স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় নিধিরাম কামিনীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, মোহিত হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষ অগ্রসর হইয়া নিধিরামের নাম জিজ্ঞাসা করিল। নিধিরাম নিজের নাম বলিল। কোথায় বাটী, কি জন্য চানকে আসিয়াছে, তাহারও পরিচয় দিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ

যে অর্থ আনিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিতে বাকী রাখিল না। নিধিরাম যে দরিদ্রের সন্তান, তাহা কাহাকেও জানাইতে নিধিরামের ইচ্ছা নাই। নিধিরামও অজ্ঞাত পুরুষের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। জানিতে পারিল, তাঁহার নাম দীনবন্ধু, কামিনী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। উভয়েই ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকরণার্থ উভয়েরই চানকে আগমন।

এইরূপ পরিচয় হইলে, নিধিরাম আবার একাকী পশ্চাৎ রহিল। ব্রাহ্মদম্পতী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ব্রাহ্মিকা (নাম সরোজিনী) পতির কানে কানে কহিল, "এরূপ সুন্দর পুরুষ তুমি কি কখন দেখেছ?" সরোজিনী এরূপে বলিল যে, নিধিরাম তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সরোজিনীকান্ত দীনবন্ধু উত্তর করিল, "যা বলেছ ঠিক্। অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু নিধু বাবুর মত সুরূপ আর কখন দেখি নাই।" নিধিরাম এ কথাও স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

এ দিবস এই পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিধিরাম বাসায় ফিরিয়া আসিল এবং ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাও গৃহে গমন করিল।

নিধিরামের সে রাত্রি আনন্দে নিদ্রা হইল না। কখন্ রাত্রি প্রভাত হইবে ও পুনরায় পার্কে বেড়াইতে যাইবে, এই ভাবিতে লাগিল।

যথা সময়ে রজনী শেষ হইল, ক্রমে অপরাহ্ন হইল। নিধিরাম হর্ষোৎফুল্লচিত্তে পুনরায় বেড়াইতে গেল। অদৃষ্টক্রমে পুনরায় যুবক ও কামিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অদ্য সন্ধ্যার সময় দীনবন্ধু বাবু নিধিরামকে কহিলেন, "মহাশয়, আমাদের বাসায় আসুন না, পান তামাক খাইয়া যাইবেন।" নিধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। পান তামাক খাইয়া চলিয়া যাইবার সময় দীনবন্ধু তাহাকে পর দিবস আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

এইরূপ কয়েক দিবস পরেই নিধিরামের সহিত ব্রাহ্মদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি সদ্ভাব হইল। নিধিরাম এক্ষণে সমস্ত দিবসই প্রায় ব্রাহ্মদ্বয়ের বাটীতে থাকে। বাটী অনুসন্ধান করার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

এক দিবস যথা সময়ে ব্রাহ্মদের বাটীতে গিয়া দেখিল, দীনবন্ধু বাটীতে নাই, কামিনী একাকিনী আছে। নিধিরাম দুই এক কথা কহিয়া ফিরিয়া

আসিবার প্রস্তাব করিল। কামিনী কহিল, "কেন যাবেন? বসুন। তিনি বাটী নাই, তাহাতে ক্ষতি কি?"

নিধিরাম বসিল। নানাবিধ কথায় দিন কাটিয়া গেল। বাটী আসিবার সময় কামিনী হঠাৎ নিধিরামের হস্ত ধরিয়া কহিল, "দীনবন্ধু বাবু আর সাত দিবস বাটী আসিবেন না। তিনি বর্দ্ধমান গিয়াছেন। আমার একলা থাকিতে বড় কষ্ট হয়। অনুগ্রহ করিয়া কাল আর একটু সকাল সকাল আস্‌বেন।"

কামিনীর হস্তস্পর্শে নিধিরামের শরীর শিহরিয়া উঠিল। নিধিরামের মনে কি ভাব হইল, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে, বর্ণনা করা অসাধ্য। বাটী যাইবার সময় নিধিরাম মাটীতে পা ফেলিতেছে কি না, তাহা টের পাইল না।

পর দিন সকালে সকালে আহারাদি করিয়া নিধিরাম ব্রাহ্মিকার বাটীতে গমন করিল। অনেকক্ষণ এ কথা সে কথার পর ব্রাহ্মিকা নিকটে আসিয়া নিধিরামের স্কন্ধে নিজ মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, সত্য বল্‌বে কি?"

নিধিরাম ব্রাহ্মিকার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল, "তার আর সন্দেহ? তুমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, আমি সত্য জবাব দেব।"

ব্রাহ্মিকা নিধিরামের দিকে কোমল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি আমাকে ভালবাস কি?" এই মাত্র বলিয়া লজ্জাভরে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইল।

নিধিরাম আনন্দে পরিপ্লুত। কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি না? যে অবধি তোমার সহিত দেখা হইয়াছে, সে অবধি তুমিই ধ্যান, তুমিই জ্ঞান। আমি অন্য কিছু করি নাই, অন্য কিছু ভাবি নাই। নিয়ত কেবল তোমাকেই ধ্যান করিতেছি।" একটু থামিয়া পুনরায় নিধিরাম কহিল, "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?"

ব্রাহ্মিকা নিজ হস্তদ্বয় মধ্যে নিধিরামের হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল, "যা খুসি।" তখন নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

ব্রাহ্মিকা কহিল, "পুরুষের কি কঠিন মন? তোমার কি এখনও তায় সন্দেহ আছে?"

এই উত্তর পাইয়া নিধিরাম ব্রাহ্মিকার হস্ত

ধারণ করিয়া কি বলিবে, এমন সময় গৃহদ্বারে পদ প্রক্ষেপের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে দাসী আসিয়া ব্রাহ্মিকাকে কহিয়া গেল, "বাবু আস্‌ছেন।" ব্রাহ্মিকা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, "এখন উপায় কি? তুমি ঐ পরদার আড়ালে যাও।" নিধিরাম কহিল, "কেন, খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া যাই না কেন?"

ব্রা। না না, তা হলে সর্ব্বনাশ হবে।

এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্ম উপরে আসিল। নিধিরাম উপায়ান্তর না দেখিয়া পরদার আড়ালে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল।

ব্রাহ্ম এবং তাহার একটী বন্ধু উভয়ে আসিয়া গৃহে উপবেশন করিল। ব্রাহ্ম নিজে কম সণ্ডা নহে। বন্ধুবর কলেবরে যেন যমের সহোদর! উভয়ে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল। ব্রাহ্মিকা আসিয়াও সেই গল্পে যোগ দিল। কহিল, "এসেছ, না বাঁচলাম। এই দুই দিন একা একা থেকে আমি পাগল হবার যো হয়েছি। একটী লোক নাই যে, একটা কথা কই। সমস্ত দিন কেবল ঘুমাইয়াই কাটাই। তোমরা আসিবার পূর্ব্বেই

কেবল আমি জেগেছি। সমস্ত দিন ঘুমায়ে ছি-লাম। নিধু বাবু রোজ রোজ আস্‌তেন, কিন্তু আজ দু দিন অদৃষ্টক্রমে তিনিও আসেন নাই।”

নিধিরাম মনে মনে বলিতে লাগিল, “বেশ বেশ। কামিনী কি কুহকিনী।” নিধিরাম সমস্ত শুনিতেছে আর কতক্ষণে গল্প শেষ হইবে ভাবিতেছে। মশার কামড়ে নিধিরামের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জোরে চাপ্‌ড়ে মশা মারিবার যো নাই। মূষিকগণ গৃহের এ কোন ও কোন কিচ্ কিচ্ শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। নিধিরাম সর্ব্বদাই ভয় পাইতেছে, পাছে তাহাকে কামড়ায়।

পরে ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ায় আর এক উপসর্গ হইল। নিধিরামের ক্ষুধার কষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে রাত্রি দুই প্রহর হইল। তখন বন্ধুবর গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত। গাত্রো-থান করিয়া কহিল, “দীনবন্ধু, চুরট আছে? একটা দেও দেখি।” দীনবন্ধু চুরট দিলে চুরটটী ধরা-ইয়া বন্ধুবর টানিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিধি-রাম, যে পরদার আড়ালে ছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিধিরাম তামাক খায়, কিন্তু চুরটের

গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। চুরটের গন্ধ পাই-লেই নিধিরাম হাঁচে। চুরটের গন্ধ পাইয়া নিধি-রাম নাক টিপিয়া ধরিল। এবং অতিকষ্টে প্রথম বার হাঁচি সম্বরণ করিল। কিন্তু কতক্ষণ নাক টিপিয়া থাকিবে? অবিলম্বেই হাঁচিয়া ফে-লিল। বন্ধুবর "কেও কেও" বলিয়া একটু পিছা-ইল, কিন্তু পুনঃপুনঃ হাঁচায় আলোক আনিয়া ব্রাহ্ম ও বন্ধুবর উভয়ে একত্র আসিয়া নিধিরামকে ধৃত করিল। নিধিরামের হস্ত ধরিবা মাত্র নিধিরাম বেহুঁস্। কিন্তু দুই চারি বেত্রাঘাতরূপ উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে নিধিরামের চৈতন্য হইল।

ব্রাহ্ম নিজ পত্নীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল, "এই তোমার একা থাকা বুঝি? নিধু বাবুর সঙ্গে বহুকাল সাক্ষাৎ হয় নাই, না?" পরে ব্যবস্থা স্থির হইল, আপাতত নিধিরামের নাক কান কাটা। বন্ধুবর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি শাণিত ক্ষুর আনয়ন করিল। নিধিরাম উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিল, "আমার নাক কান কেট না, আমার কাছে যা আছে, সব নাও।" অনেক কষ্টে ব্রাহ্ম ও বন্ধুবরকে সম্মত করাইয়া নিধিরাম নিজের

পকেটে যে আটশত টাকার নোট ছিল, তাহা দান করিয়া নাক কান বাঁচাইয়া চলিয়া গেল।

শুনা গিয়াছে, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও বন্ধুবর এই রূপেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং এইরূপেই যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। আরও শুনা গিয়াছে, উহারা ভক্ত (প্রকৃত) ব্রাহ্ম নহে, ভাক্ত (ভণ্ড) ব্রাহ্ম। দুইটা জুয়াচোর লোক ব্রাহ্ম সাজিয়া ও একটা বেশ্যাকে ব্রাহ্মিকা সাজাইয়া নিধিরামের নিধি ভোগা দিয়াছে।

নিধিরামের যে কেবল নাক কান বজায় রহিল, এমত নহে, নিধিরামের চৈতন্য হইল। গোবর্দ্ধনকে বলিয়া বাকি দুই শত টাকা দোকানে ফেলিয়া দোকান ফলাও করিল। ক্রমে বাপ বেটায় গুড়ের কারবার করিল। গোবর্দ্ধনের পরলোক হইয়াছে। নিধিরাম এখন কলিকাতার চীনাবাজারের মোড়ে দোকান করিয়াছে। এখনও দুই প্রহরের সময় দেখিবে, নিধিরাম দুই হাতে সন্দেশ মিঠাই দিতেছে। যে পয়সা দিতেছে, একবার মাত্র হাতে ছড়াইয়া দেখিয়া বাক্সে ফেলিতেছে; কিন্তু নিধিরাম ভক্ত ব্রাহ্ম ও ভাক্ত ব্রাহ্ম বুঝে না; দাড়ি চশ্‌মা-

ওয়ালা খরিদার দেখিলেই বিকট কটাক্ষ করিয়া বলে, "মহাশয়, কি নিবেন?" তাহার পর পয়সা লইয়া গণিয়া বাক্সে ফেলিয়া, তবে মিঠাই দেয়। নিধিরামের ব্রাহ্মভীতি বোধ হয় ইহজন্মে যাবে না।

সম্পূর্ণ।